সাল: ০২ - ইস্যু: -২২- জানুয়ারী ২০২৫

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

সর্ব সহকার , সর্ব সাকার

সহকার উদয়

২০২৫'এ নতুন আশা

সমবায় আরও সংস্কার গ্রহণে প্রস্তুত

সরকার গ্রামে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে..... 12

প্যাক্স জৈব পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্রও হবে 14

সূচীপত্র

সর্ব সহকার, সর্ব সাকার

সহকার উদয়

সাল: ০২ - ইস্যু: -২২- জানুয়ারী ২০২৫

সম্পাদকমণ্ডলী
(প্রধান সম্পাদক)
সন্তোষ কুমার শুক্লা

সম্পাদক
রোহিত কুমার

সহকারী সম্পাদক
অঙ্ক অঞ্জলিদীপ

সদস্যরা

মাধবী এম বিপ্রদাস
বিবেক সাক্সেনা
হিতেন্দ্র প্রতাপ সিং
রশিদ আলম

কোন পরামর্শ বা প্রতিক্রিয়া জানাতে অনুগ্রহ করে এখানে যোগাযোগ করুন:

sahkaruday@iffco.in

যুগ্ম মহাব্যবস্থাপক (সমবায়ের উন্নয়ন)
ইফকো সদন, C-1, জেলা কেন্দ্র, সাকেত প্লেস, নিউ দিল্লি ১১০০১৭

এছাড়াও আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:

Iffco.coop

IFFCO_PR

Iffco_coop

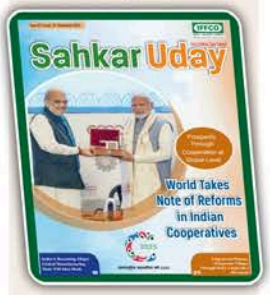

প্রকাশক: ইন্ডিয়ানন ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড।
প্রিন্টার: রয়্যাল প্রেস
ওখলা, নয়াদিল্লি।

২০২৫'এ নতুন আশা
সমবায়গুলি আরও সংস্কার গ্রহণ করতে প্রস্তুত

২০২৫ সাল সমবায় খাতের জন্য নতুন আশা নিয়ে আসছে, যা গ্রামীণ ভারতকে রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত। সাম্প্রতিক বছরগুলির উদ্ভাবনী সংস্কারের প্রভাব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কভার স্টোরি পৃষ্ঠা 06

পৃষ্ঠা 16
ত্রিপুরায় সমবায়কে শক্তিশালী করার জন্য শ্রী অমিত শাহের প্রশংসা পৃষ্ঠা

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ সম্প্রতি জোর দিয়ে বলেন যে সমৃদ্ধি, সুখ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা দেশের প্রতিটি পরিবার এবং ব্যক্তির জন্য সহজলভ্য হওয়া উচিত। তিনি জোর দেন যে সমবায়ই হল লক্ষ্য অর্জনের মূল চাবিকাঠি।

পৃষ্ঠা 26
স্বাস্থ্যসেবাতেও সমবায়ের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ

পৃষ্ঠা 27
জৈব চাষের মাধ্যমে ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের সাফল্যের গল্প

পৃষ্ঠা 29
ডঃ অবস্থিকে সম্মানীয় 'ফার্টিলাইজার ম্যান অফ ইন্ডিয়া' পুরস্কার প্রদান

পৃষ্ঠা 17
ব্রু-রিয়াং সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ

ত্রিপুরা এখন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী বর্ণিত উন্নয়নের পথ ধরে শান্তিপূর্ণ উন্নতি করছে।

পৃষ্ঠা 18
জম্মু ও কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা ও ওড়িশার রেলওয়ে প্রোজেক্ট দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, প্রধানমন্ত্রী বলেন

পৃষ্ঠা 22
মোদী সরকার গত ১০ বছরে দিল্লির পরিকাঠামোয় ₹৬৮,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ

পৃষ্ঠা 23

সবজি সরবরাহ শৃঙ্খলে এফপিও প্রধান যোগসূত্র হিসাবে উঠে আসছে

সম্পাদকের কলমে

২০২৫ সাল ভারতের সমবায় আন্দোলনের জন্য শক্তি এবং আশার নতুন বোধ এনেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে অনেক রূপান্তরকারী উদ্যোগ চালু করেন। পরিকাঠামোগত এবং নীতি সংস্কার বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে সমবায় খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে।

এই সংস্কারগুলি কৃষি পণ্য সঞ্চয়, কৃষক উৎপাদক সংস্থাগুলির সমবায় মডেল প্রচার, সমবায়ের ডিজিটাইজেশন, 'সহকর সে সমৃদ্ধি' উদ্যোগ, মাল্টি-স্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (সংশোধন) বিল প্রবর্তন, একটি জাতীয় সমবায় ডাটাবেস তৈরি করে মৎস্যপালন এবং ডেয়ারি খাতের অগ্রসর, তিনটি নতুন বহু-রাষ্ট্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠা এবং সমবায় খাতে মহিলা উদ্যোগ সমবায়গুলির ভূমিকা বাড়িয়ে তুলেছে। এই উদ্যোগগুলি ক্ষুদ্র কৃষক, কারিগর এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের উন্নত সুযোগ এবং সংস্থান করে দিচ্ছে।

এই প্রচেষ্টাগুলির স্পষ্ট প্রভাব এখন তৃণমূল স্তরে দৃশ্যমান। সমবায়গুলি কেবল গ্রামীণ অর্থনীতিকে ক্ষমতায়িত করছে না বরং সংস্কারের অনুঘটক হিসাবেও কাজ করছে। আসন্ন বছরে, আরও উল্লেখযোগ্য সংস্কার এবং উদ্যোগ প্রত্যাশিত, যার লক্ষ্য সমবায় খাতকে শক্তিশালী করা। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে শক্তিশালী করা, উন্নত প্রযুক্তিকে সংহত করা এবং বিপণন ও সঞ্চয়স্থান সুবিধাগুলি প্রসারিত করা যা খাতটিকে আরও দৃঢ় এবং কার্যকর করে তুলবে।

ইউনাইটেড নেশান্স ২০২৫ সালকে "সমবায়গুলি একটি উন্নত বিশ্ব গড়ে তুলতে পারে" থিমের অধীনে আন্তর্জাতিক সমবায় বছর হিসাবে ঘোষণা করে। এই থিমটি ২০৩০ সালের মধ্যে সুস্থায়ি উন্নয়ন লক্ষ্যকে (এসডিজি) ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সময় অসংখ্য আন্তর্জাতিক সমস্যার মোকাবেলার গুরুত্বপূর্ণ সমাধান হিসাবে সমবায় মডেলকে স্বীকৃতি দেয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, সমবায় সংগঠন এবং বৃহত্তর সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই গুরুত্বপূর্ণ বছরে ভারতে সমবায়গুলির জন্য নতুন সুযোগ উন্মোচনে প্রস্তুত।

সহকার উদয় তার সম্মানিত পাঠকদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। এই সংস্করণে অন্যান্য আকর্ষণীয় এবং তথ্যবহুল প্রবন্ধের পাশাপাশি বিভিন্ন সমবায় স্কিমগুলি সম্পর্কে গভীর আলোচনা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে এই সংখ্যাটি আপনাদের কাছে অনুপ্রেরণামূলক এবং মূল্যবান হবে।

◆◆◆

ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছাসহ,

জয় সহকার

নতুন বছরের প্রথম সিদ্ধান্তে দেশের কৃষক ভাই ও বোনেদের জন্য কয়েক কোটি টাকা উৎসর্গ করা হয়েছে। শস্য বীমা প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়ানোয় আমরা অনুমোদন দিয়েছি। এটি কৃষকদের ফসল আরও সুরক্ষিত করবে এবং যে কোনও ক্ষতিতে তাদের উদ্বেগ হ্রাস করবে।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

কৃষক বন্ধু কেন্দ্রীয় সরকার ফসলের ক্ষতি নিয়ে কৃষকদের উদ্বেগ প্রশমিত করে 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা' চালানোর জন্য ৬৯,৫১৫.৭১ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে।

শ্রী অমিত শাহ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা এবং পুনর্গঠিত আবহাওয়া ভিত্তিক ফসল বীমা প্রকল্পের অনুমোদন করে ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ অবধি মোট ৬৯,৫১৫.৭১ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করেছে।

শ্রী মুরলিধর মোহোল, কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী কিসান সমৃদ্ধি কেন্দ্রগুলির লক্ষ্য কৃষকদের একই জায়গায় মাটি, বীজ, সার ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা। এই কেন্দ্রগুলি কৃষকদের জন্য ছোট এবং বড় কৃষি সরঞ্জাম উপলব্ধ করার সাথে কাস্টম নিয়োগ কেন্দ্রগুলির সাথেও যুক্ত হওয়া উচিত।

শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানি
প্রেসিডেন্ট, এনসিইউআই এবং ইফকো

ইফকো ন্যানো ডিএপি (তরল) সমস্ত ফসলের জন্য নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কীটপতঙ্গ এবং রোগ থেকে ফসল রক্ষা করার পাশাপাশি এটি উৎপাদনশীলতাও বাড়ায়।

ডাঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও, ইফকো

জাতীয় সমবায় রফতানি লিমিটেড (এনএসইএল) আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচয় করিয়ে এবং সর্বোত্তম দাম সুরক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সমবায় পণ্য ও পরিষেবাদি রফতানি বাড়ানোর জন্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সহযোগিতা মন্ত্রক, ভারত সরকার

নক্সালি হিংসায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে পুনঃস্থাপন করার পর্যায়ক্রম পরিকল্পনা: শ্রী অমিত শাহ

সহকার উদয় টিম

ছত্তিশগড় সরকার, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, নকশালবাদে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের কল্যাণে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এই উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর দৃঢ় সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জগদলপুর, ছত্তিশগড়ে এই কথা বলেন এবং ৩১ শে মার্চ, ২০২৬'এর মধ্যে দেশ থেকে নকশালবাদকে পুরোপুরি নির্মূল করার প্রতিশ্রুতিটি পুনরায় ব্যক্ত করেন। অমর শহিদ ভাটিকাতে তিনি শহিদ সৈন্যদের স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানান। অমর জওয়ান স্তম্ভে ফুলের পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রী শাহ নকশাল আন্দোলনে মৃত সৈন্যদের সম্মান জানান। তারপর, দর্শনার্থী বইয়ে সুরক্ষা বাহিনীর ত্যাগ স্বীকার করে উল্লেখ করেন যে দেশ চিরকাল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

তাঁর সফরকালে শ্রী অমিত শাহ শহীদ সৈন্যদের পরিবার এবং নকশালীয় হিংসার শিকার ব্যক্তিদের সাথেও সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন যে ছত্তিশগড় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিসৌধটি দীর্ঘায়িত ও সাহসী যুদ্ধে চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করা শহীদদের সম্মান জানাবে যারা ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা দেবে। ১,৩৯৯ জন শহীদদের নাম স্মৃতিসৌধে খোদাই করা আছে। অধিকন্তু, শ্রী শাহ এই জায়গায় একটি অশ্বত্থ চাড়া লাগিয়ে 'এক পেড় মা কে নাম' (পোড়লা উরাস্কনা) প্রচারে অংশ নেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ভারত সরকার নকশালবাদে আক্রান্ত অঞ্চলের জন্য ১৫,০০০ ঘর নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে। নকশালি হিংসায় প্রভাবিত পরিবারগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সরকারী কল্যাণ প্রকল্পগুলির ১০০% বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি গ্রামকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে নকশালবাদ দূর করার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির কাছ থেকে দৃঢ় সমর্থন

পাচ্ছে। গত বছর যখন সরকার গঠিত হয় তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নকশালবাদের অবসান ঘটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ক্ষতিগ্রস্থদের সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে।

রাজ্য সরকার নকশালবাদ নির্মূল করার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শ্রী অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেন যে সরকার আত্মসমর্পণ করা এবং নক্সালি কাজকর্মকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে সমাজে ফিরে আসা মানুষদের স্বাগত জানিয়েছে। তদুপরি, যারা হিংসার পথ অব্যাহত রেখে অন্যকে ক্ষতি করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাদের গ্রেপ্তার করছে। তিনি বলেন যে নাক্সালিজমের কারণে কোনও পরিবারকে তার সদস্যদের হারানো উচিত নয় এবং সরকার মূল থেকে সমস্যাটি নির্মূল করার জন্য সবরকম কাজ করছে। শ্রী শাহ তার এক বছরের মেয়াদে রাজ্য সরকারের কৌশলের প্রশংসা করেন এবং যোগ করেন যে পুলিশ বাহিনী একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে একসাথে কাজ করে এই অঞ্চলে নকশাল প্রভাব হ্রাস করতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এর ফলে ২৮৭ জন নাক্সালাইট মৃত, প্রায় এক হাজার গ্রেপ্তার এবং ৮,৩৭৭ জন আত্মসমর্পণ করেন। শ্রী শাহ আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে ৩১ শে মার্চ, ২০২৬'এর মধ্যে মা দন্তেশ্বরীর দেশে নাক্সালিজমের নামে আর কোনও রক্তপাত হবে না। তিনি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে একবার নকশালবাদ নির্মূল হয়ে গেলে, কাশ্মীর থেকে আসা পর্যটন বৃদ্ধি পাবে এবং তারা বলবে যে বাস্তার বদলে গেছে।

◆◆◆

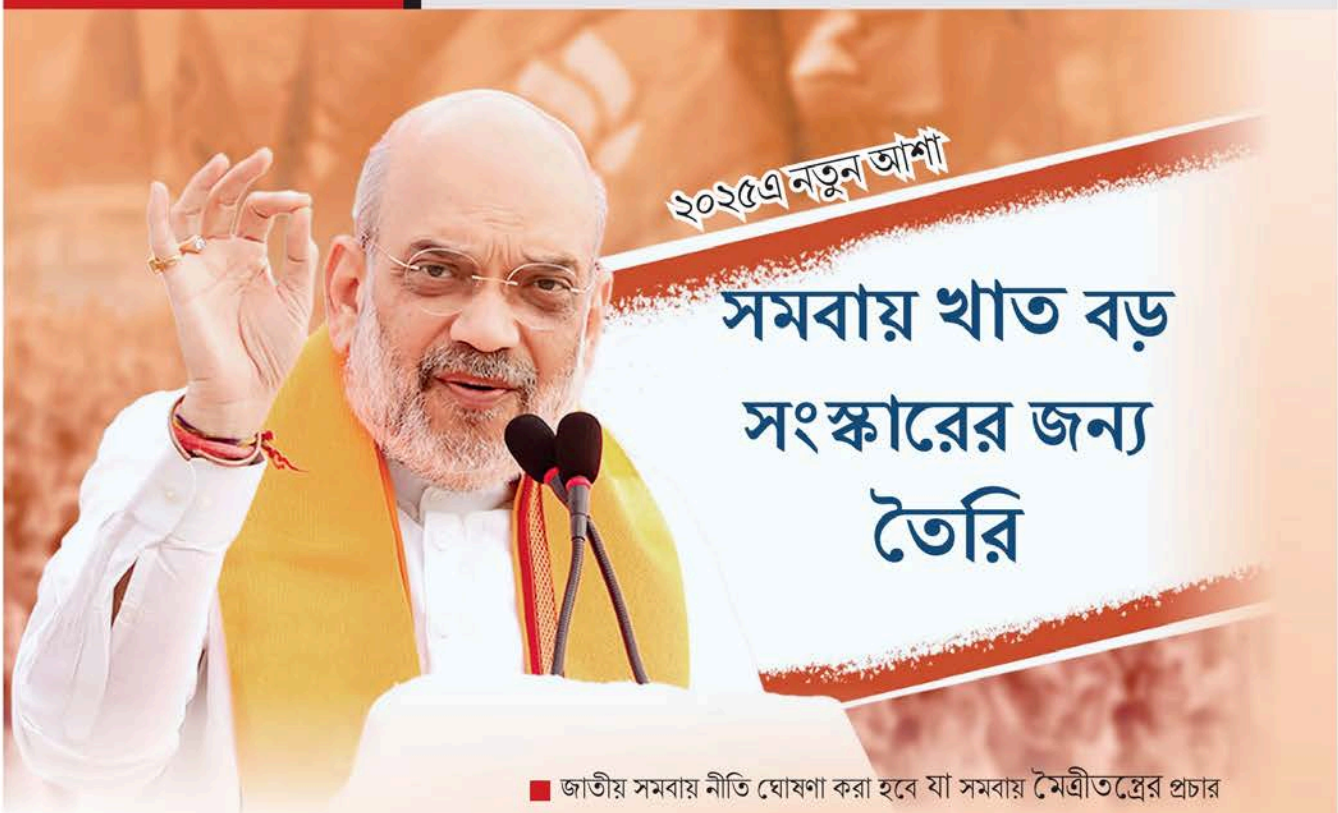

২০২৫এ নতুন আশা

সমবায় খাত বড় সংস্কারের জন্য তৈরি

- জাতীয় সমবায় নীতি ঘোষণা করা হবে যা সমবায় মৈত্রীতন্ত্রের প্রচার করবে
- দক্ষ কর্মীর যোগান নিশ্চিত করতে জাতীয় সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে
- মৎস্যপালন এবং ডেয়ারি সহ ২,০০,০০০ নতুন প্যাক্স গঠনে দ্রুততা
- ২০,০০০ প্যাক্স ভারতীয় বীজ সমবায় সোসাইটির সাথে যুক্ত হবে
- জৈব চাষ সম্প্রসারণে ১ কোটি কৃষককে যুক্ত করতে মনোনিবেশ
- বিশ্বের বৃহত্তম খাদ্য সঞ্চয় প্রকল্প পাইলট পরীক্ষা স্তর থেকে দেশব্যাপী বাস্তবায়নে পরিণত হবে

সহকার উদয় টিম

২০২৫ সাল সমবায় খাতে নতুন আশার সঞ্চার করে গ্রামীণ ভারতকে রূপান্তর করতে প্রস্তুত। সাম্প্রতিক বছরের বৈপ্লবিক সংস্কারের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আইনী অগ্রগতি এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিতে আরও সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হতে চলেছে।

দক্ষ কর্মীর চাহিদা পূরণে একটি নতুন জাতীয় সমবায় নীতি এবং জাতীয় সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের সাক্ষী হতে পারে এই বছর। সমবায় উদ্যোগের বাইরে থাকা গ্রামগুলিতে প্রাথমিক কৃষিঋণ সমিতি (প্যাক্স) প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হবে। উচ্চমানের বীজের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা, কৃষি উৎপাদন কেনার সুবিধা এবং সমবায় কাঠামোর মাধ্যমে রপ্তানি বাড়ানোর বিষয়টিও গতি অর্জন করবে। অধিকন্তু, বিশ্বের বৃহত্তম শস্য স্টোরেজ স্কিমটি ২০২৫ সালে দেশব্যাপী প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সমবায় আন্দোলনের সাথে প্রতিটি গ্রামকে যুক্ত করার লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক কৃষি, দুগ্ধ এবং মৎস্য খাতে দ্রুত অগ্রগতির জন্য দুই লক্ষ অতিরিক্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে সমবায় খাত নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। প্যাক্স থেকে শীর্ষস্থানীয় সংস্থা পর্যন্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি অনলাইন হচ্ছে এবং এই কাজটি এ বছরে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি সমবায় সিস্টেমের মধ্যে স্বচ্ছতা, জবা-

"আজ ভারতে আট লক্ষ সমবায় সমিতি রয়েছে, যার অর্থ বিশ্বের প্রতিটি চতুর্থ সমবায় ভারতে। সমবায় সমিতি গ্রামীণ ভারতের প্রায় ৯৮ শতাংশ জুড়ে রয়েছে। প্রায় ৩০ কোটি মানুষ, অর্থাৎ প্রতি পাঁচজন ভারতীয়ের মধ্যে একজন সমবায় খাতের সাথে যুক্ত। ভারত তার ভবিষ্যতের উন্নয়নে সমবায়গুলির একটি খুব বড় ভূমিকা দেখে।

- শ্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় সমবায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব সংসদে পর্যালোচনাধীন

সমবায় খাতের দ্রুত বিকাশ দক্ষ কর্মীর চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। এর সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক কর্মচারী, কর্মকর্তা এবং প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা মেটানোর ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, মন্ত্রালয় একটি কেন্দ্রীয় সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য খসড়া বিল চূড়ান্ত করেছে যা সংসদের আসন্ন অধিবেশনে উপস্থাপিত হবে এবং পাস হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেন, "প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি সমবায় খাতের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিস্তৃত, সংহত এবং মানক কাঠামো তৈরি করবে। এটি এক স্থিতিশীল, পর্যাপ্ত এবং উচ্চ-মানের কর্মী যোগানের বিষয়টি নিশ্চিত করে মন্ত্রালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে সমর্থন করবে।"

বিশ্ববিদ্যালয়টি পেশাদার কর্মী সরবরাহ এবং বর্তমান কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করবে ও সমবায় খাতকে অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম করবে।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোটি সমবায় খাতের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, সরকারি বিভাগ, রাজ্য সরকার, জাতীয় সমবায়, ইউনিয়ন এবং সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন স্বত্বাধিকারীদের থেকে ব্যাপক পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির লক্ষ্য থাকবে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সমস্ত অপারেশনাল ব্যয় স্বাধীনভাবে পরিচালনা করা।

জাতীয় সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক লক্ষ্য হল প্রযুক্তিগত ও ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা, সমবায় প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা। অনুমোদিত সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি সারা দেশে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে।

'ত্রিভুবন' শিরোনামে সমবায় বিদিহিতা এবং আন্তঃসংযোগ বাড়িয়ে তুলবে।

ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনসিডিসি) সমবায় খাতকে স্বনির্ভর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তৃণমূল পর্যায়ে সুবিধাগুলি পৌঁছানোর বিষয়টি সুনিশ্চিত করে। কৃষক, মহিলা, যুবা এবং বঞ্চিতরা প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সমবায় উদ্যোগের সুবিধা লাভ করছে যা ক্ষমতায়ন এবং অগ্রগতির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে।

সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ

- এনসিওএল, বিবিএসএসএল এবং এনসিইএল'এর মাধ্যমে রপ্তানির প্রচার কৃষকদের নতুন সুযোগ তৈরি করে দেবে
- শস্য স্টোরেজ পাইলট প্রকল্পের অধীনে ১১টি রাজ্যে মোট ১১টি ১০,০০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন স্টোরেজ গুদাম স্থাপন করা হয়
- এনসিইএল বিশ্বব্যাপী ৩৯৩৪ কোটি টাকার ৩১ টি মূল্যবান কৃষি পণ্য রপ্তানি করেছে
- বিশ্ব বাজারে কৃষি পণ্যগুলির প্রবর্তন সহজ করবে প্যাক্স
- গ্রামে মহিলা ও যুবাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে
- কৃষকরা স্বল্প সুদে ঋণ পেতে সাহায্য পাচ্ছেন

> "দেশে সমবায়কে শক্তিশালী করতে গত তিন বছরে প্রায় ৬০টি নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত ১০০ দিনের মধ্যে সরকারের চালু হওয়া ১০টি উদ্যোগ সমবায় খাতকে আরও প্রসারিত করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।"
>
> – শ্রী অমিত শাহ
> কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

শ্ববিদ্যালয় বিল আসন্ন সংসদীয় অধিবেশনে পেশ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বিলে জাতীয় সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যা জাতীয় স্তরের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করা হতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সমবায় খাতে প্রযুক্তি ও ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে ভারতের বৃহত্তম কেন্দ্র হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে।

গুজরাটে স্থাপিত হওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এক আন্তর্জাতিক মডেল হিসাবে গৃহীত হবে। এটি গ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা এবং শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে যা সমবায় খাতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষক ও গ্রামের উন্নয়নে সরকারের বিস্তৃত রোডম্যাপের রূপরেখায় সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

সমবায় গ্রামের উন্নয়নকে মূল ভিত্তি করে, গ্রামীণ ভারত এবং এর কৃষকদের সমৃদ্ধির জন্য প্রচুর সম্ভাবনা তৈরি করে। এই ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়ে, সমবায় নিয়ে গভীর অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান সমবায় খাতে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজনীয় যোগানের দিকে নজর দেবে, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তির সাথে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম করে তুলবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে, ভারতীয় শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাগুলির আরও গভীর অধ্যয়ন করে বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবন এবং সমবায় জ্ঞান লাভ করবে।

অতিরিক্তভাবে, পাইলট প্রকল্প হিসাবে শুরু হওয়া খাদ্য সঞ্চয় প্রকল্পটি এই বছর দেশব্যাপী প্রসারিত হতে চলেছে। যে ১১টি রাজ্যে পাইলট প্রয়োগ করা হয়েছিল, প্রায় ১০,০০০ টন সম্মিলিত ক্ষমতা সম্পন্ন ১১টি গুদাম ইতিমধ্যে নির্মিত হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে, এই স্কিমটির লক্ষ্য দেশজুড়ে মোট ৭ কোটি টন শস্য স্টোরেজ ক্ষমতা তৈরি করা।

এই গুদামগুলির নির্মাণ ও পরিচালনা স্থানীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে দিয়ে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি শস্যের নিরাপদ এবং কার্যকর স্টোরেজকেও সহজতর করেছে, ফসল কাটার পরে ক্ষতি হ্রাস করেছে এবং আরও ভাল খাদ্য সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করেছে। এই উচ্চাভিলাষী কর্মসূচির তদারকির জন্য, মন্ত্রক থেকে একটি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা এর মসৃণ এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

২০,০০০ সমবায় সমিতি বিবিএসএ-সএল'এ যোগদান করবে

ভারতীয় বীজ সমবায় সমিতির সাথে আরও বেশী সমবায় সমিতিকে যুক্ত করার কাজটি আসন্ন বছরে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে, খাদ্য সুরক্ষা দেশের জন্য একটি জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর সমাধানে, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০২৫'এ, সরকার ফলন বাড়ানোর লক্ষ্যে পূর্ববর্তী উদ্যোগগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছে। সুস্থায়ি কৃষি উন্নয়ন উদ্দেশ্যর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে সর্বাধিক ফলনের উপর জোর দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রালয় ভারতীয় বীজ সহকারি সমিতি লিমিটেড (বিবিএসএসএল) প্রতিষ্ঠা করে এই সমস্যাকে সক্রিয়ভাবে মোকাবেলা করেছে। এই সমিতির গঠন প্রক্রিয়াটিও সম্পূর্ণ হয়েছে। এর সদস্যপদ প্রাথমিক সমবায় সমিতি থেকে শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলিতে প্রসারিত হয়ে বীজ বিতরণের একটি শক্তিশালী কাঠামো সুনিশ্চিত করছে।

কৃষি উৎপাদন বাড়াতে বিবিএসএসএল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সারা দেশে উচ্চমানের বীজের অবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার দিকে মনোনিবেশ করবে। প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলি সঠিক মূল্যে তাদের সদস্যদের উন্নত বীজ প্রস্তুত ও বিতরণে সক্রিয় অংশ নেবে। এ ছাড়া, প্যাক্স সদস্যরা বীজ বিক্রির মাধ্যমে অতিরিক্ত রোজগার করে দক্ষ কৃষি ব্যবস্থা এবং লাভ বাড়াতে একটি সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেবে।

এনসিইএল আন্তর্জাতিক বাজারে বিস্তার করবে

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের অধীনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সমবায় এক্সপোর্ট লিমিটেড (এনসিইএল) গত এক বছরে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। ২০২৫'এ, সমবায় খাত রপ্তানিতে আরও গতি এনে নতুন রেকর্ড স্থাপন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সমবায় রপ্তানি কমিটি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পণ্যের চাহিদার অনুসন্ধান অব্যাহত রাখার কারণে এনসিইএল আগামী মাসগুলিতে বড় রপ্তানি চুক্তি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

ভারতের চালের যোগান পর্যাপ্ত এবং সমবায় রপ্তানি কমিটি রপ্তানির চাহিদা পূরণ করতে খোলা বাজার থেকে চাল কিনে এটি বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। সমবায় খাত থেকে কৃষিপণ্যের রপ্তানি প্রচারের জন্য, সমবায় মন্ত্রক মাল্টি-স্টেট সমবায় সমিতি (এমএসসিএস) আইন ২০০২ এর অধীনে এনসিইএল প্রতিষ্ঠা করে।

আগের বছরে, এনসিইএল বিভিন্ন দেশে ₹৩,৯৩৪ কোটি টাকার ৩১টি কৃষি পণ্য রফতানি করেছিল, যার মধ্যে ২২টি দেশে চাল, ৬টি দেশে পেঁয়াজ এবং বেশ কয়েকটি দেশে চিনি রপ্তানি করে। আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতির কারণে গম, চাল এবং পেঁয়াজের মতো জরুরি পণ্য রপ্তানিতে ঘরোয়া বিধিনিষেধ সত্ত্বেও, এনসিইএল সীমিত সুযোগগুলি পুঁজি করে প্রশংসনীয় ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রধান সামগ্রীর পাশাপাশি, এনসিইএল অন্যান্য জিনিসের মধ্যে শিশুদের খাবার, প্রক্রিয়াজাত খাবার, মশলা এবং চা সফলভাবে রপ্তানি করেছে। এই সাফল্যগুলি সমবায় রপ্তানি কাঠামোর স্থিতিস্থাপকতা এবং সম্ভাবনা প্রতিফলিত করে। তদুপরি, এনসিইএল তার সদস্যদের ২০% লভ্যাংশ দিয়ে পুরস্কৃত করে সমবায় খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

নতুন সমবায় নীতি সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

- এটি সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির ভিত্তি হবে।
- নীতিটি আগামী ২৫ বছরের জন্য সমবায় খাতের চলার পথ সুস্পষ্ট করবে।
- সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন মডেল আরও জোরদার করা হবে।

সহকার উদয় টিম

২০২৫'এর প্রথম মাসগুলিতে, সমবায় খাতের জন্য একটি বুনিয়াদি কাঠামো আকার নিতে চলেছে। এই মর্মে, একটি নতুন জাতীয় সমবায় নীতি ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে যা ইতিমধ্যে প্রস্তুত। সংবিধানে বর্ণিত সমবায় ফেডারেলিজমকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক এক বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ এবং বিভিন্ন স্বত্বাধিকারীদের মতামত নিয়ে খসড়া নীতি তৈরি করেছে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেন যে এই নতুন নীতি প্রবর্তন 'সহ-যোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির' দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে এবং দেশে সমবায় আন্দোলনকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে। নীতিটি তৃণমূলের স্তরে সমবায় প্রসার ত্বরান্বিত করবে, প্রতিটি গ্রামে তাদের উপ-স্থিতি নিশ্চিত করবে এবং মানুষকে সমবায় উদ্যোগের সাথে যুক্ত করবে।

খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী সুরেশ প্রভু আলোকপাত করেন যে নতুন নীতিটি ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রাকৃতিক প্রেক্ষা-পটকে রূপান্তর করার সম্ভাবনা রাখে। তিনি উল্লেখ করেন যে এটি দেশের মোট দেশীয় পণ্য (জিডিপি)'তে সমবায়ের অবদানকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

নতুন নীতির মূল লক্ষ্য হ'ল একটি সম-বায়-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন মডেল তৈরি করা, যা একটি শক্তিশালী আইনী এবং প্রাতিষ্ঠা-নিক কাঠামো দ্বারা সমর্থিত হবে। এই নীতিটি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে সমবায় খাতের রোডম্যাপ হিসাবে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

খসড়া সমবায় নীতিতে বেশ কিছু এপেক্স বডি যেমন ডেভেলপমেন্ট ফিনান্সিয়াল ইনস্টি-টিউট, জাতীয় সমবায় বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স, জাতীয় সমবায় নিয়োগ বোর্ড, জাতীয় সমবায় অডিট ও অ্যাকাউন্টস বোর্ড, জাতীয় রপ্তানি মাল্টি-স্টেট সমবায় সমবায় সোসাইটি এবং জাতীয় সমবায় ট্রাইব্যুনাল সহ বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা-রও প্রস্তাব করেছে। এই সংস্থাগুলির ভূমিকা দেশজুড়ে সমবায় আন্দোলনকে প্রসারিত ও জোরদার করার ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ হবে।

সমবায়ে সবার অংশগ্রহণ বাড়তে চলেছে

ভারত সরকার দেশের অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই সমবায়ের অবদান বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করছে। ২০০২ সালে গঠিত বর্তমান সমবায় নীতি গত দুই দশক ধরে দেশে উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের আলোকে পুরানো হয়ে পরেছে। এই পরিবর্তনে সমবায়গুলির সম্প্রসারণকে সমর্থন করার জন্য একটি নতুন নীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয় যা বিভিন্ন সমবায় সংস্থার দীর্ঘকালের দাবি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বের অধীনে ভারত সরকার একটি নতুন জাতীয় সমবায় নীতি খসড়া তৈরি করার জন্য একটি সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে, এই নীতি গঠনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শ্রী সুরেশ প্রভুর সভাপতিত্বে ৪৯ সদস্যের জাতীয় স্তরের কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কমিটিতে জাতীয় সমবায় ফেডারেশন এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতির প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞরা ছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই), ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট আনন্দ (আইআরএমএ), এবং ইফকো, এনসিসিএফ, ন্যাফকর্ড, নাফকাব, ক্রিভকো, এনএফসিএসএফ, এনসিইউআই এবং নাফেডের মতো শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলি, শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি খসড়া দলের অংশ ছিলেন। কমিটিতে জাতীয়, রাজ্য, জেলা এবং প্রাথমিক স্তরের সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলির সমবায় সচিব এবং নিবন্ধকগণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জাতীয় কমিটি নীতির খসড়া সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করতে ও স্বত্বাধিকারীদের সাথে বিস্তৃত পরামর্শ করতে আটটি সভা করা হয়েছে। জনসাধারণ এবং স্বত্বাধিকারীদের থেকেও ৫০০'রও বেশি পরামর্শ গ্রহণ ও পর্যালোচনা করে খসড়াটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কমিটির তৈরি খসড়াটিতে বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে বেশ কয়েকটি সুপারিশ যেমন কাঠামোগত সংস্কার এবং সমবায় প্রশাসন, প্রাণবন্ত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমবায়, সমবায়ের জন্য সমান সুযোগ, মূলধন এবং তহবিলের উৎস, কর্মদক্ষতা বিকাশ এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সুস্থায়িতা এবং স্কিমগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন যোগ করা হয়।

দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট রূপান্তর করতে নতুন নীতি

খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী সুরেশ প্রভু বলেন, "নতুন নীতি ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট রূপান্তর করতে পারে। এই নীতিটি একটি সমবায়-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন মডেল যা আইনী এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা সমর্থিত। এই নীতি আগামী ২৫ বছরের জন্য সমবায় ক্ষেত্রকে পথ দেখাবে।"

সমবায় সদস্যদের আয়ের সুযোগ বাড়াতে এবং সদস্যদের মধ্যে সম্পদের আরও ন্যায়সঙ্গত বিতরণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নতুন সমবায় নীতি ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর উপর গভীর প্রভাব ফেলতে প্রস্তুত, যা দেশের জিডিপিতে সমবায়গুলির অংশগ্রহণ বাড়িয়ে তুলবে।

সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গ্রামে কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দেয়

সহকার উদয় টিম

ভারত সরকার ধারাবাহিকভাবে গ্রামের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নতির লক্ষ্যে ও 'বিকশিত ভারত' তৈরিতে অবদান রাখার জন্য সমস্ত ধরণের আয় এবং কর্মসংস্থানের দিকে মনোনিবেশ করছে। বিগত এক দশকে, সরকার নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা দিতে এবং তাদের সমস্যাগুলি কম করার দিকে মনোনিবেশ করেছে। সম্প্রতি রাজস্থানের জয়পুরে উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই মতামত প্রকাশ করেন। রাজ্যের উন্নয়নকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে ৪৬,৩০০ কোটি টাকার প্রকল্প পেশ করার সময় শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে বর্তমান সরকার গত ১০ বছরে পূর্বের ৫০-৬০ বছরের সরকারগুলির তুলনায় বেশি কাজ করেছে। তিনি আলোকপাত করেন যে এই প্রকল্পগুলি রাজস্থানের জল সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করবে এবং রাজস্থানকে ভারতের অন্যতম সংযুক্ত রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলবে। তারা পরিবহণে উন্নতি করবে এবং রাষ্ট্রের জ্বালানী চাহিদা পূরণ করার সাথে সাথে অগণিত কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি করবে। এই উদ্যোগগুলি পর্যটন খাতকে শক্তিশালী করবে এবং রাজ্যের কৃষক, মহিলা এবং যুবাদের উল্লেখযোগ্য সুযোগ প্রদান করবে। শ্রী মোদী রাস্তা, রেলপথ এবং বিমান ভ্রমণের মতো খাতে রাজস্থানকে সর্বাধিক সংযুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার সরকারি প্রতিশ্রুতিকে পুনরায় ব্যক্ত করেন। আধুনিক উন্নয়ন ও পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলি ভারতকে সমৃদ্ধশালী করবে এবং এর জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে তুলবে।

রাজস্থানের জালোর, বারমের, চুরু, ঝুনঝুনু, যোধপুর, নাগৌর ও হনুমানগড় জেলাগুলিতে নর্মদা নদীর জল সরবরাহের বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে

- এনার্জি, রাস্তা, রেলপথ, জল ব্যবস্থাপনার ২৪টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস
- আগামী দশকে, সরকার সুযোগ সুবিধা বাড়ানো ও সমস্যা মোকাবেলা সহজ করবে

শ্রী মোদী বলেন যে নদী ইন্টারলিঙ্কিং প্রকল্পটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকর করা হবে। এই উদ্যোগটি ইতিমধ্যে দেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় জলের সংকট হ্রাস করেছে। শ্রী মোদী সম্পূর্ণ রাজস্থানে জলের ঘাটতি মেটানোর প্রতিশ্রুতিটি পুনরায় ব্যক্ত করেন এবং রাজ্যকে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে বলেন। তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে রাজস্থানের ১০০% পরিবার শীঘ্রই নলের জলের সুবিধা পাবে। মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানের মধ্যে সাম্প্রতিক চুক্তির সুবিধাগুলি নিয়ে আলোচনা করে শ্রী মোদী আলোকপাত করেন যে পার্বতী-কালিসিন্ধ-চম্বল লিঙ্ক প্রকল্পটি উভয় অঞ্চলে ২১টি জেলায় সেচ এবং পানীয় জল সরবরাহ করে উভয় অঞ্চলে উন্নয়নকে তরান্বিত করবে। এই প্রকল্পটি চম্বল নদী এবং তার উপনদী যথা পার্বতী, কালিসিন্ধ, কুনো, বানাস, রুপারেল, গম্ভীর এবং মেজ'কে যোগ করে জলের যোগান বাড়াবে।

শ্রী মোদী হরিয়ানা ও রাজস্থান উভয়কে উপকৃত করা তাজেওয়ালা থেকে শেখাওয়াতিতে জল আনার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করার ঘোষণা করেন এবং ইসরদা লিঙ্ক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। তিনি কৃষকদের দিনেরবেলায় বিদ্যুত সরবরাহের জন্য রাজস্থান সরকারের উদ্যোগকেও তুলে ধরেন যা চাষিদের রাতে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন থেকে মুক্তি দিয়েছে। জল সংরক্ষণের উপর জোর দিয়ে, প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে বলেন যে সরকার ও সমাজ উভয়ই দক্ষতার সাথে প্রতিটি জলের ফোঁটা ব্যবহারের দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। তিনি জনগণকে মাইক্রো-ইরিগেশন, ড্রিপ সেচ এবং 'অমৃত সরোবর' রক্ষণাবেক্ষণের মতো অনুশীলনে জড়িত থাকার আহ্বান জানিয়ে জল ব্যবস্থা-

পনা সম্পর্কে সচেতনতাও বাড়ান। অধিকন্তু, তিনি কৃষকদের প্রাকৃতিক কৃষিকাজ পদ্ধতি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন। শ্রী মোদী আরও উল্লেখ করেন যে দরিদ্র, মহিলা ও উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তিনি দরিদ্র পরিবার, মহিলা, শ্রমিক, বিশ্বকর্মা সম্প্রদায় এবং যাযাবর উপজাতিদের কল্যাণে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের উদ্ধৃতি দিয়ে উন্নয়নকে শক্তিশালী ও সুশাসনকে সমর্থন করার জন্য রাজ্য সরকারের দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এই উদ্যোগগুলি পরীক্ষার মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে পরিচালিত চাকরির সাথে হাজার হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে।

বঞ্চিত, মহিলা, উপজাতি উন্নয়নের জন্য বড় সিদ্ধান্ত

শ্রী মোদী উন্নয়নের ভিত্তি আরও শক্তিশালী করার জন্য এবং সুশাসনের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য রাজ্য সরকারের বহুবর্ষব্যাপী প্রচেষ্টাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি আলোকপাত করেন যে বঞ্চিত, মহিলা, শ্রমিক, বিশ্বকর্মা এবং যাযাবর উপজাতিদের উন্নয়নে সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। এই উদ্যোগগুলি হাজার হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করেছে। রাজ্যে নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারই দ্রুত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধভাবে পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করছে।

সৌর শক্তি খাতে সীমাহীন সম্ভাবনা

সৌর শক্তি খাতে রাজস্থানের অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থান নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। শ্রী মোদী জানান যে সরকার সৌর শক্তিকে বিদ্যুতের বিল অপসারণের একটি উপায় হিসেবে পরিণত করেছে। প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর ফ্রি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ১.৪ কোটি পরিবার নিবন্ধন করেছে এবং সৌর প্যানেল সিস্টেমগুলি ইতিমধ্যে প্রায় সাত লক্ষ বাড়িতে ইনস্টল করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজস্থানেই ২০,০০০'এরও বেশি বাড়ি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কুসুম স্কিমের অধীনে রাজস্থান সরকার শীঘ্রই কয়েকশো নতুন সৌর কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে যখন প্রতিটি পরিবার এবং কৃষক শক্তি উৎপাদক হয়ে ওঠেন, তখন এটি কেবল বিদ্যুৎ থেকে আয় নয়, প্রতিটি পরিবারের রোজগারও বাড়াবে।

মহিলাদের সক্ষমতা গ্রামীণ ভারতে পরিবর্তন এনেছে

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী একবিংশ শতাব্দীর ভারতের ভবিষ্যত গঠনের জন্য মহিলাদের সক্ষমতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে সরকার স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী((এসএইচজি)থেকে তিন কোটি মহিলাকে 'লক্ষপতি দিদি' বানাতে কাজ করছে। ইতিমধ্যে ১.২৫ কোটি মহিলা এই মর্যাদা অর্জন করেছেন এবং বার্ষিক ১ লক্ষেরও বেশি আয় করছেন। গত এক দশকে, রাজস্থান সহ ১০ কোটি মহিলা এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছেন। এই গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাঙ্কগুলির সাথে যুক্ত করার পাশাপাশি সরকার আর্থিক সহায়তা ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করেছে এবং এই গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। সরকার মহিলা এসএইচজি দ্বারা নির্মিত পণ্যগুলির জন্য প্রশিক্ষণ ও নতুন বাজার তৈরি করে গ্রামের মহিলাদের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হতে সক্ষম করেছে।

শ্রী মোদী 'নমো ড্রোন দিদি' স্কিম যা হাজার হাজার মহিলাকে ড্রোন পাইলট হিসাবে প্রশিক্ষণ দেয় তেমন ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আরও নতুন উদ্যোগের বিষয়েও বক্তব্য রাখেন। অনেক গোষ্ঠী ইতিমধ্যে ড্রোন পেয়েছে এবং মহিলারা কৃষিতে ব্যবহার করে উপার্জন শুরু করেছেন। অধিকন্তু, সম্প্রতি চালু হওয়া 'বিমা সখি স্কিম' এর লক্ষ্য গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের বীমা খাতের সাথে যুক্ত করা, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি করা। দেশের সেবা করার সাথে সাথে তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি করবেন। তিনি ব্যাঙ্ক সখিদের সাফল্যের প্রশংসা করেন যারা সারা দেশে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রসারিত করেছেন, অ্যাকাউন্ট খুলেছেন এবং মানুষকে ঋণের সুবিধা করে দিয়েছেন। এখন, বিমা সখীরা ভারতের প্রতিটি পরিবারকে বীমা পরিষেবার সাথে যুক্ত করতে সাহায্য করবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এনসিওএল'এর পর্যালোচনা বৈঠকে সম্বোধন করেন

প্যাক্স জৈব পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করবে

সহকার উদয় টিম

নতুন বছর জাতীয় সমবায় অর্গানিক্স লিমিটেডের (এনসিওএল) জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে চলেছে। ২০২৫ সালের প্রথম দিনেই কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এনসিওএল'এর অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি পর্যালোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে গত এক বছরের সমস্ত কার্যক্রম ও কৌশলগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বৈঠকের একটি মূল সিদ্ধান্ত হল দেশের জৈব মিশনের সাথে সমস্ত প্যাক্সকে সংহত করে জৈব পণ্য প্রচারের লক্ষ্যে একটি দেশব্যাপী প্রচার শুরু করা। শ্রী অমিত শাহ জৈব পণ্যগুলির উৎস এবং বিশুদ্ধতার দিকে গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে এনসিইএলকে তাদের কর্মকাণ্ডে এই কারণগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান।

শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে কৃষকরা কার্যকরভাবে এবং প্রতিযোগি মূল্যে পণ্যের বিপণন করা হলে জৈব কৃষিকাজ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। উত্তরাখণ্ডের কৃষকদের কাছ থেকে জৈব পণ্য কেনার সাম্প্রতিক উদ্যোগটি ইতিমধ্যে ইতিবাচক ফলাফল পেয়েছে এবং কৃষকরা তাদের ধান বিক্রি করে অতিরিক্ত ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মুনাফা অর্জন করেছেন।

তদ্ব্যতীত, আলোচনা চলাকালীন, শ্রী অমিত শাহ সমস্ত প্যাক্সকে জৈব পণ্য এবং বীজের বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেন, যাতে তারা সহজে কৃষকদের কাছে পৌঁছতে পারেন। তিনি জৈব মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশজুড়ে প্যাক্সদের আবেদন করেন, উপভোক্তাদের আস্থা তৈরির জন্য উচ্চ ফলন এবং জৈব পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করার দিকে জোর দেন।

- জৈব পণ্য প্রচারের জন্য একটি জাতীয় প্রচারণা চালু করা হবে।
- উত্তরাখণ্ডের কৃষকরা এনসিওএল'এর কেনা ধানে অতিরিক্ত ১০ থেকে ১৫ % লাভ পেয়েছেন।

এই লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, এনসিওএল তার ব্র্যান্ড ভারত অর্গানিক্সের অধীনে জৈব পণ্যগুলির সত্যতা নিশ্চিত করে তার সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করতে প্রস্তুত। শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে এই পণ্যগুলির প্রতিটি ব্যাচকে তাদের শুদ্ধতার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এই উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য, আমুল ডেয়ারি এবং এনডিডিবি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত কৃষকদেরও জৈব কৃষি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হবে।

পর্যালোচনা বৈঠকে শ্রী অমিত শাহ কৃষকদের জৈব পণ্যগুলির ন্যায্য মূল্য পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার গুরুত্বের উপর জোর দেন, কারণ এটি তাদের জৈব কৃষিকাজ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। তিনি এনসিওএল এবং সমবায় মন্ত্রককে ভারত অর্গানিক্স উদ্যোগে আমুলের সাথে কাজ করতে, বিশেষত জৈব আটা এবং তুর ডালের দাম নির্ধারণের জন্য নির্দেশ করেন যাতে কৃষকরা আরও লাভবান হতে পারেন। আরও ভাল দামের গ্যারান্টি দিয়ে কৃষকরা দীর্ঘমেয়াদে জৈব কৃষিকাজ গ্রহণের জন্য আরও বেশি অনুপ্রাণিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে জৈব পণ্যগুলির সাফল্য কার্যকর বিপণনের উপর নির্ভর করে যা সচেতনতা ও চাহিদা বাড়িয়ে তুলবে। তিনি উল্লেখ করেন যে দেশীয় বাজারে জৈব পণ্যের চাহিদা বাড়লে কৃষকদের আরও বেশি আয়ের সুযোগ বাড়বে। একটি প্রধান পরামর্শ ছিল জৈব পণ্যগুলি বিশেষত উৎসবের মরসুমে গ্রাহকদের আগ্রহকে চালিত করতে প্রচার করা।

জৈব পণ্য বিতরণকে শক্তিশালী করার জন্য, প্যাক্স সহ সমস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। এই কেন্দ্রগুলি জৈব পণ্যগুলির উৎস এবং বিক্রয় সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে গ্রাহকদের মাঝে স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাস তৈরি করবে। এনসিওএল, এনসিইএল এবং বিবিএসএসএল'এর মতো জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানকেও এই প্রচেষ্টায় অবদান রাখার আহ্বান জানানো হয়।

> সহযোগিতার মাধ্যমে, সারা দেশের প্রতিটি জেলা এবং গ্রামের সমবায় সমিতিগুলির পুনরুদ্ধার করে তাদের আইন ও কর্মসংস্কৃতির আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে সাহায্য করবে।
>
> - শ্রী অমিত শাহ
> কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

অধিকন্তু, শ্রী অমিত শাহ প্রস্তাব করেন যে দুই লক্ষ সমবায় সমিতির প্রত্যেককেই কমপক্ষে একজন তরুণ কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যারা ভবিষ্যতে স্থানীয় সমবায় কাঠামোকে শক্তিশালী করতে প্রেরণা হিসাবে কাজ করতে পারে। তিনি প্যাক্স সদস্য এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান দিয়ে তাদেরকে সক্ষম করে তোলার প্রতি জোর দেন। এর বাস্তবায়নে নাবার্ড'এর সমবায় মন্ত্রকের সাহায্যে নতুন প্যাক্সগুলিতে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা উচিৎ যা কৃষকদের স্বতন্ত্র ক্ষমতার ভিত্তিতে তাদের প্রয়োজন অনুসারে ঋণ পেতে সাহায্য করবে।

◆◆◆

ত্রিপুরায় সমবায়কে শক্তিশালী করার উদ্যোগকে অমিত শাহ প্রশংসা করেন

সহকার উদয় টিম

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ সম্প্রতি জোর দিয়ে বলেন যে সমৃদ্ধি, সুখ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য-সেবা দেশের প্রতিটি পরিবার এবং ব্যক্তির জন্য সহজলভ্য হওয়া উচিত। তিনি জোর দেন যে সমবায়ই এই লক্ষ্য অর্জনের মূল চাবিকাঠি। শ্রী শাহ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমবায় মন্ত্রকের উদ্দেশ্য হিসাবে 'সহকার সে সমৃদ্ধি' পুনঃব্যক্ত করেন। ত্রিপুরায় সমবায় খাতকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগের সূচনা করার সময় শ্রী শাহ বলেন যে শ্রী মোদীর নেতৃত্বে সমবায়দের ত্রিপুরা সহ সারা দেশে কৃষক ও দরিদ্রদের কল্যাণে অগ্রগতি দেওয়া হচ্ছে। তিনি নাবার্ডের মাধ্যমে মোবাইল 'গ্রামিন মার্ট' প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করেন যা রাজ্যের পাঁচটি জেলার লোকেদের সাশ্রয়ী মূল্যে ডাল, চাল এবং গমের আটা সরবরাহ করবে। অধিকন্তু, ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ৫০টি প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি (প্যাক্স) মাইক্রো-এটিএম দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে।ধালাই জেলায় একটি সমবায় পেট্রোল পাম্প এবং একটি উপভোক্তা স্টোর উদ্বোধন করে ত্রিপুরার সমবায় খাতকে আরও জোরদার করা হয়েছে।

শ্রী অমিত শাহ ত্রিপুরার সমবায় খাতকে উৎসাহিত করা বেশ কয়েকটি মূল উদ্যোগ তুলে ধরেন।এর মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের স্মার্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং জাতীয় সমবায় কনজিউমারস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (এনসিসিএফ) মাধ্যমে ৫০০ জন কৃষককে মিনি বীজ কিট বিতরণ। এ ছাড়া, জৈব কৃষিকাজ প্রচারের জন্য জাতীয় সমবায় অর্গানিক্স লিমিটেড (এনসিওএল) এবং ত্রিপুরা রাজ্য জৈব কৃষিকাজ উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই আটটি উদ্যোগ রাজ্যে সমবায় আন্দোলনকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

শ্রী শাহ আরও উল্লেখ করেন যে ত্রিপুরায় বর্তমানে ৩,১৩৮টি বিভিন্ন ধরণের সমবায় যেমন ডেয়ারি, মৎস্যপালন, গ্রাহক সমবায়, প্রাণিসম্পদ এবং হাঁস -মুরগি পালনের মতো সমবায় রয়েছে। তিনি বলেন যে ৪১ টি সমবায় উদ্যোগ বাস্তবায়নে রাজ্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। ভারত সরকার তিনটি জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠা করেছে - জাতীয় সমবায় অর্গানিক্স লিমিটেড (এনসিওএল), জাতীয় সমবায় এক্সপোর্ট লিমিটেড (এনএসইএল) এবং ভারতীয় বিজ সহকারি সমিতি লিমিটেড (বিবিএসএসএল)। এর মাধ্যমে কৃষকদের উচ্চমানের বীজ সরবরাহ করা ও জৈব পণ্য বিপণন ও বিশ্বব্যাপী রপ্তানি করা যাবে।অধিকন্তু, এই জাতীয় সমবায় সমিতিগুলিতে সদস্য পদের জন্য আবেদনকারী ত্রিপুরা থেকে ৩৫টিরও বেশি সমবায় নিয়ে মাল্টি পারপাস সমবায় সমিতি স্থাপন করা হয়েছে।

> দেশের ৮ লক্ষেরও বেশি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৩৫ কোটির বেশি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। আমুল, ইফকো, ক্রিভকো এবং নাফেডের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষকে সমবায়ের সাথে যুক্ত করতে মূল ভূমিকা পালন করছে।
>
> **শ্রী অমিত শাহ**
> **কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী**

ত্রিপুরায় উৎপাদিত পণ্যের ৭০ শতাংশের বেশি জৈব পণ্য

ত্রিপুরা ঐতিহ্যগতভাবে এমন একটি রাষ্ট্র যা ৭০ শতাংশেরও বেশি জৈব পণ্য উৎপাদন করে। তবে, এই পণ্যগুলির শংসাপত্রের অভাবে কৃষকরা সম্পূর্ণ লাভ নিতে পারে না। শ্রী শাহ ত্রিপুরার কৃষকদের সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এনসিওএল'এর সাথে সংযোগ স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে তাদের জমি এবং পণ্য প্রত্যয়িত করতে সক্ষম করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে এনসিওএল নিশ্চিত করবে যে কৃষকরা তাদের পণ্যের জন্য কমপক্ষে ৩০% বেশি দাম পান। তিনি বলেন যে জৈব কৃষিকাজ একাধিক সমস্যার সমাধান - এতে কৃষকদের সমৃদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে ভূগর্ভস্থ জলের উচ্চ স্তর বজায় থাকে, জমির গুণমাণ বাড়ে এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবদান রাখে।

◆◆◆

ব্রু-রেয়াং সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা

সহকার উদয় টিম

আজ, প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী দ্বারা বর্ণিত উন্নয়নের পথ ধরে ত্রিপুরা শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে চলেছে। হিংসাত্মক কার্যকলাপ নির্মূল করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ব্রু-রিয়াং চুক্তি সহ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর করে রাজ্যে শান্তি ও উন্নয়নের পথ সুগম করেছে। এই চুক্তিগুলির ফলে ৪০,০০০ মানুষকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিষ্কার পানীয় জল, স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ এবং মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ রাজ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সম্প্রতি এই বিবরণ দেন। শ্রী শাহ ধালাই, ত্রিপুরাতে ৬৬৮ কোটি টাকার উদ্যোগ চালু করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তিনি আগরতলায় সেন্ট্রাল ডিটেক্টিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (সিডিটিআই) এর ভিত্তি স্থাপন করেন, যা উত্তর -পূর্ব ভারতে অভ্যন্তরীণ এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে এক উন্নত প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কেন্দ্র হবে। সন্ত্রাসবাদ দমন, সীমান্ত পরিচালনা, মানব পাচার, মাদক পাচার, অবৈধ অভিবাসন এবং অস্ত্র চোরাচালানের মতো মূল সমস্যাগুলি নিয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করার জন্য কেন্দ্রটিতে একটি বিশেষ গবেষণা কেন্দ্র থাকবে।

শ্রী অমিত শাহ ধালাইয়ের হাদুকলাউ পাড়া ব্রু সেটেলমেন্ট কলোনিতে (ব্রুহা পাড়া) ব্রু সম্প্রদায়ের লোকেদের সাথে আলাপচারিতা করেন এবং তাদের বাড়ি পরিদর্শন করেন। তিনি জানান যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সফলভাবে ৩৮,০০০ ব্রু-রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষজনদের পুনর্বাসন দিয়েছে। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে প্রায় ২৫ বছর ধরে ব্রু- রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষরা প্রয়োজনীয় মৌলিক ব্যবস্থা ছাড়াই মারাত্মক পরিস্থিতিতে বাস করতেন। মোদী সরকার তাদের কষ্টকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের পরিস্থিতি ভালো করার জন্য পদক্ষেপ নেয়। সরকার ব্রু - রিয়াং সম্প্রদায়কে ভারতীয় নাগরিক হওয়ার অধিকার মঞ্জুর করেছে। শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী কেবল এই সম্প্রদায়ের জন্য একটি পরিকল্পনাই তৈরি করেননি বরং ৯০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে ১১টি গ্রামও প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামগুলি বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, পানীয় জল সংযোগ, সৌর স্ট্রিট লাইট, রেশন শপ, অঙ্গনওয়াদি স্কুল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির মতো প্রয়োজনীয় সুবিধা দিয়ে সজ্জিত। অধিকন্তু, সরকার এই সম্প্রদায়ের মানুষদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত করে রেশন কার্ড এবং স্বাস্থ্য কার্ড দিয়েছে। সরকার তাদের কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমবায় তৈরি করেছে। শ্রী শাহ আরও বলেন যে ব্রু রিয়াং সম্প্রদায়ের সদস্যরা এখন সরকারী সহায়তায় নির্মিত ১,২০০ বর্গফুট প্লট এবং বাড়িগুলির মালিক। তদুপরি, সরকার

◆◆◆

ভারত একটি উন্নত জাতি হওয়ার সংকল্পে অবিচল রয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

জম্মু ও কাশ্মীর, তেলঙ্গানা এবং ওড়িশায় রেলওয়ে প্রকল্পগুলি দ্রুত এগোচ্ছে: প্রধানমন্ত্রী

সহকার উদয় টিম

ভারত তার রেলপথের সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়ন করার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এবং বাকি কাজ ক্রমাগত এগিয়ে চলছে। সরকার চারটি মূল নিয়ামকের উপর ভিত্তি করে রেলপথের উন্নয়ন করছে: রেলওয়ে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, যাত্রীদের সুযোগ -সুবিধা বাড়ানো, দেশব্যাপী রেল সংযোগ সম্প্রসারণ এবং শিল্পকে সহায়তা করে কর্মসংস্থান তৈরি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জম্মু রেলপথ বিভাগ সহ একাধিক রেল প্রকল্পের উদ্বোধনকালে এই অন্তর্দৃষ্টিগুলি ভাগ করে নেন। ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি পূর্ব উপকূলের রায়গড় রেলওয়ে বিভাগ ভবনের শিলান্যাস এবং তেলঙ্গানার চার্লাপাল্লিতে নতুন টার্মিনাল স্টেশন উদ্বোধন করেন।

শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে জম্মু ও কাশ্মীর, ওড়িশা এবং তেলাঙ্গানার রেল প্রকল্পগুলি উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারত জুড়ে আধুনিক পরিবহন সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত করেছে। নতুন প্রতিষ্ঠিত ৭৪২.১ কিমি জম্মু রেলওয়ে পাঠানকোট থেকে জোগিন্দর নগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে জম্মু এবং কাশ্মীর এবং এর প্রতিবেশী অঞ্চলগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত করবে। এই বিকাশ দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবে, দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযোগ বাড়াবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে, পরিকাঠামো বাড়াবে, পর্যটন বাড়াবে এবং সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধন করবে।

পরিবহন সংযোগে ভারতের দ্রুত অগ্রগতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে ২০২৫ সালের প্রথম দিকে, দেশের মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক উন্নয়নে আরও গতি নিয়ে এক হাজার কিমি ছাড়িয়ে গেছে। দিল্লি মেট্রো প্রকল্পের প্রবর্তন এবং দিল্লি-এনসিআর

- পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি পর্যটন বাড়াবে এবং আর্থ-সামাজিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।
- রেলওয়ে মেড ইন ইন্ডিয়ার দৃঢ় সঙ্কল্পে রূপান্তরমূলক সংস্কারের পথে চলছে।

অঞ্চলে নমো ভারত ট্রেনের উদ্বোধনকে উদ্ধৃত করে তিনি জোর দেন যে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাস' এর দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারত একটি উন্নত দেশ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে বিশেষ ফ্রেইট করিডোরগুলিতে উল্লেখযোগ্য গতিতে কাজ হচ্ছে, যা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আধুনিকীকরণের অংশ হিসাবে উচ্চ-গতির ট্রেন চালাতে সাহায্য করবে। তিনি রেলওয়ে সেক্টরে রূপান্তরকারী সংস্কার, মেট্রো এবং রেলওয়ের জন্য আধুনিক কোচের বিকাশ, রেলওয়ে স্টেশনগুলির পুনর্নবীকরণ এবং সোলার প্যানেল স্থাপন সহ মেড ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের কথা বলেন। তদুপরি, রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে 'একটি স্টেশন, একটি পণ্য' শপ স্থাপন করে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিচ্ছে।

এই উদ্যোগগুলি রেলওয়ে সেক্টরে লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। শ্রী মোদী বলেন যে গত এক দশকে কয়েক লক্ষ তরুণ রেলওয়েতে স্থায়ী সরকারী চাকরি পেয়েছে অন্যদিকে রেল কোচ উৎপাদনে কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিভিন্ন শিল্প জুড়ে কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করেছে।

গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ রেলওয়ে দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রতিষ্ঠিত

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বিশেষ রেলওয়ে সম্পর্কিত দক্ষতা অর্জনের

লক্ষ্যে ভারতের প্রথম গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের সাথে সাথে জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং লেহ-লাদাখের মতো অঞ্চলগুলিতে নতুন রেলওয়ে বিভাগ এবং সদর দফতর স্থাপন করা হচ্ছে।

তিনি জোর দেন যে উদমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেললাইনটি জম্মু এবং কাশ্মীরের রেল পরিকাঠামোকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী চেনাব ব্রিজ যা বিশ্বের দীর্ঘতম রেলওয়ে আর্চ সেতু তার তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেন কারণ এই অঞ্চলটিকে ভারতের বাকী অংশের সাথে সংযুক্ত করে লেহ-লাদাখের মানুষের জন্য সংযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। অধিকন্তু, তিনি এই প্রকল্পের অংশ হিসাবে ভারতের প্রথম স্থির কেবল রেলওয়ে ব্রিজ আঞ্জি খাদ ব্রিজটির কথা বলেন। শ্রী মোদী চেনাব ব্রিজ এবং আঞ্জি ব্রিজকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অসাধারণ সাফল্য হিসাবে বর্ণনা করে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সমৃদ্ধিতে তাদের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

দ্রুত গতিতে উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী পরিকাঠামো

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ওড়িশার বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিস্তৃত উপকূলরেখার উপর জোর দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এর অপরিসীম সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান যে বর্তমানে রাজ্যে ₹ ৭০,০০০ কোটি টাকার বেশি রেল প্রকল্প চলছে। অধিকন্তু, সাতটি গতি শক্তি কার্গো টার্মিনাল প্রতিষ্ঠা শিল্পকে বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যকে উৎসাহিত করছে। রায়গড় রেলপথ বিভাগের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে যা রেলপথের পরিকাঠামো বিশেষত দক্ষিণ ওড়িশায় পর্যটন, ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানকে বাড়িয়ে তুলবে যেখানে একটি শক্তিশালী উপজাতি বাস করে। এই উদ্যোগটি ওড়িশা, অন্ধ্র প্রদেশ এবং আশেপাশের অঞ্চল জুড়ে যোগাযোগ উন্নত করে সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধন করবে।

তেলাঙ্গানার নতুন চার্লাপাল্লি টার্মিনাল স্টেশনটির তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে আউটার রিং রোডের সাথে এর সংযোগ আরও আঞ্চলিক উন্নয়ন করবে। তিনি সুস্থায়ি পরিকাঠামোর দিকে এক ধাপ আপগ্রেড করা প্ল্যাটফর্ম, লিফট, এসকেলেটর এবং সৌর শক্তি ইনস্টলেশন সহ স্টেশনটির আধুনিক সুবিধাগুলি আলোকপাত করেন। নতুন টার্মিনালটি সেকেন্দেরাবাদ, হায়দেরাবাদ এবং কচেগুড়া স্টেশনগুলিতে যানজট কমিয়ে ভ্রমণকে আরও সুবিধাজনক করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে । শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে এই জাতীয় প্রকল্পগুলি কেবল দৈনন্দিন জীবনকেই সহজ করে না ভারতের বিস্তৃত পরিকাঠামোগত উন্নয়নে অবদান রাখে এবং ব্যবসায়ের স্বাচ্ছন্দ্যকে বাড়িয়ে তোলে।

প্রধানমন্ত্রী পুনরায় উল্লেখ করেন যে ভারত এক্সপ্রেসওয়ে, জলপথ এবং মেট্রো নেটওয়ার্কগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিশাল পরিকাঠামো প্রসারিত করছে। তিনি উল্লেখ করেন যে দেশে বিমানবন্দরগুলির সংখ্যা ২০১৪ সালে ৭৪ থেকে বেড়ে ১৫০ এরও বেশি হয়েছে, এবং মেট্রো পরিষেবাগুলি পাঁচটি শহর থেকে ২১ টি শহরে প্রসারিত হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন ও দেশ গঠনের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করে শ্রী মোদী এই প্রকল্পগুলিকে উন্নত ভারতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী উপাদান হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

◆◆◆

৭৫ তম জয়ন্তী

ভারতীয় সংবিধান উদার, বিশ্বের বিভিন্ন সংবিধানের মধ্যে অপ্রতিম: শ্রী অমিত শাহ

সহকার উদয় টিম

ভারতীয়দের দেশের সংবিধানের উপর গভীর আস্থা রয়েছে। এই সংবিধান বিশ্বের অন্যান্য সংবিধানের তুলনায় অনন্য। আমাদের সংবিধান বিশদ এবং লিখিত সংবিধান, যা গণপরিষদের আলোচনার পরম্পরাগত পদ্ধতিতে লেখা। এই বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন ভারতীয় সংবিধানের ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে তুলে ধরেন। শ্রী শাহ জোর দেন যে সংবিধানের মূল চেতনা দেশে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। গণপরিষদ ২৯৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত, যা ২২টি বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

সংবিধানের খসড়া তৈরি প্রক্রিয়ায় রাজপরিবার শাসিত সমস্ত রাজ্য এবং অঞ্চলগুলির গণপরিষদে প্রতিনিধিত্ব ভারতের বৈচিত্র্যময় ও সর্বব্যাপী ভবিষ্যতকে প্রতিফলিত করে। ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে, ভারতের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে স্মরণ করে দেশ পরিচালনার বিধি ও সঙ্কল্প তৈরি হয়। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে কোনও সংবিধানের পক্ষে জনগণের মতামত ও প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়ার বিষয়টি বিরল। এই জাতীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি ভারতীয় সংবিধান ২৯৫টি আর্টিকেল, ২২টা পার্ট এবং ১২টি শেডিউল নিয়ে গঠিত। এটি বিশ্বের যে কোনও সংবিধানের চেয়ে উদার। এই সংবিধান ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডাঃ বি আর আম্বেদকর, সরদার প্যাটেল, জওহরলাল নেহরু, শ্রী কাটজু, কে টি শাহ, আইয়েঙ্গার, মওলানা আজাদ, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি, ডাঃ রাধাকৃষ্ণান এবং কে এম মুন্সি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা বিশদ আলোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ এবং সুসম্পন্ন করেছেন। আমাদের সংবিধান দেশের মানুষের গর্বের উৎস।

■ সরকার আইন ব্যবস্থায় বিরাট সংস্কার এনে ১,৫০০'রও বেশি পুরানো আইন বাতিল করেছে

সংশয় কাটিয়ে গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী

শ্রী অমিত শাহ বলেন যে দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করে, তখন অনেক দেশ মনে করেছিল যে আমরা ভেঙে পড়ব এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে না। তদুপরি, সরদার প্যাটেলের নিরলস প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ, ভারত ঐক্যবদ্ধ থেকে বিশ্ব মঞ্চে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন যে, গত ৭৫ বছরে যখন অনেক প্রতিবেশী দেশে গণতন্ত্র বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে, ভারতে তার ভিত্তি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এটি সমস্ত ভারতীয়দের দৃঢ় সংকল্প ও গর্বের এক মুহূর্ত। আজ, ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং এমনকি ব্রিটেন যা একসময় আমাদের উপরে শাসন করেছিল এখন আমাদের থেকে পিছিয়ে আছে।

বিগত ১০ বছরে উন্নয়ন ও জনকল্যাণে মনোনিবেশ

শ্রী মোদীর নেতৃত্বে, ৯.৬ কোটি মহিলা গত দশ বছরে উজ্জ্বলা গ্যাস সংযোগ পেয়েছেন। ১২ কোটি পরিবার পাকা শৌচালয় পেয়েছে এবং ১২.৬৫ কোটি পরিবার পরিষ্কার পানীয় জলের সুবিধা পেয়েছে। এ ছাড়া, ১৮,০০০ গ্রাম যারা স্বাধীনতার পরেও বিদ্যুৎ ছাড়াই ছিল তারা বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে, সরকার ডিবিটি'র মাধ্যমে সরাসরি ১৪.৫ কোটি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২.৪০ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ৩৬ কোটি নাগরিককে আয়ুষ্মান কার্ড জারি করা হয় যা ৮.১৯ কোটি

মানুষকে নিখরচায় চিকিৎসা পেতে সাহায্য করে। শ্রী শাহ বলেন যে মোদী সরকার এখন আয় নির্বিশেষে ৭০ বছরের বেশি বয়সের নাগরিকদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা করেছে। সরকার 'ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড' প্রকল্পটি চালু করে ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে ৫ কেজি খাদ্য শস্য প্রদান করছে। তদুপরি, ১ কোটি হকারদের ১১,০০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং 'লাখপতি দিদী' উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামের দু'কোটি মহিলাকে সক্ষম করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার অধীনে কারিগরদের আর্থিক সাহায্য এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ উভয়েরই ব্যবস্থা করছে।

দেশ ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সাংবিধানিক সংশোধন

শ্রী অমিত শাহ বলেন যে ভারতীয় সংবিধানকে কখনও অপরিবর্তনীয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। সময়ের সাথে সাথে আইনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদে সংশোধনীর অনুমতি রয়েছে। শ্রী মোদীর নেতৃত্বে সরকার এই সাংবিধানিক বিধানকে সমাজ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আইনে কার্যকর করার কাজ করছে। ১লা জুলাই,২০১৭'র ১০১ তম সাংবিধানিক সংশোধনী খুবই উল্লেখযোগ্য যেখানে কর ব্যবস্থাকে প্রমিত করতে এবং অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) প্রবর্তন করা হয়েছিল। এর সাথে বৃদ্ধির হারের ভিত্তিতে রাজ্যগুলির ক্ষতিপূরণের পরিমাণও নিশ্চিত করা হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী হল ১০২ তম সাংবিধানিক সংশোধনী যা 'জাতীয় কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস'কে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়ে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের স্বার্থকে রক্ষা করে। অধিকন্তু, সরকার ১২ই জানুয়ারী, ২০১৯এ তৃতীয় সংশোধন করে সাধারণ শ্রেনীর অর্থনৈতিক সুবিধাবঞ্চিত শিশু যারা অন্য কোন সংরক্ষণের আওতায় আসে না তাদের ১০% রিজার্ভেশন দেয়।

শ্রী শাহ বলেন যে ১০ আগস্ট, ২০২১ সালে ১০৫তম সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে অনগ্রসর নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়। পূর্বে, কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) শনাক্ত করার ক্ষমতা ছিল। এছাড়া, সরকার ২৮ শে ডিসেম্বর, ২০২৩'এ 'নারি শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম' নামে পরিচিত ১০৬ তম সংশোধনী আইন চালু করে যা মহিলাদের ৩৩% রিজার্ভেশন দেয়। এই সংশোধনী সংসদের উভয় সভায় ৩৩% মহিলা প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে সংবিধানের প্রবর্তকদের স্বপ্ন পূরণ করেছে। শ্রী শাহ তিন তালাকের অবসান ঘটাতে আইন পাশ করে মুসলিম মহিলাদের ক্ষমতায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকেও তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে সরকার ৩৭০ অনুচ্ছেদ এবং ৩৫ এ অনুচ্ছেদ বাতিল করে এবং পুরনো ঔপনিবেশিক যুগের আইনগুলি প্রতিস্থাপনের জন্য তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন বাস্তবায়ন করেছে, যার ফলে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা আধুনিক হয়েছে। তদুপরি, সরকার আইনী কাঠামোকে প্রবাহিত এবং আপডেট করার জন্য ১,৫০০'রও বেশি পুরনো আইন বাতিল করেছে।

দাসত্বের প্রতীক থেকে মুক্তি, ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর জোর

শ্রী অমিত শাহ বলেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর নেতৃত্বে সরকার 'বিকশিত ভারত'এর দর্শনে কাজ করছে। এটি ভারতীয় ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতীকগুলি নির্মূল করে বিশ্বমঞ্চে দেশকে প্রতিষ্ঠা করার সময়। ক্ষমতায় আসার পরে, সরকার ডাঃ ভিমরাও আম্বেদকরের জন্মস্থান মাউতে একটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করে এবং ওনার জন্মদিন ১৪ই এপ্রিলকে 'জাতীয় ঐকতান দিবস' ঘোষণা করেন। সরকার রাজপথকে কর্তব্য পথ নামকরণ করে এবং সুভাষ চন্দ্র বোসের মূর্তির সাথে ইন্ডিয়া গেটে কিং জর্জ পঞ্চমের মূর্তি প্রতিস্থাপন করে। ব্রিটিশ নৌ চিহ্নকে সরিয়ে সাহসী ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের প্রতীক গ্রহণ করা হয়। ভগবান বির্সা মুন্ডার দেড়শতম জন্ম বার্ষিকী উপজাতি গর্ব দিবস হিসাবে উদযাপিত হয় এবং এর সাথে অমর জওয়ান জ্যোতি এক করে একটি জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। শ্রী মোদীর নেতৃত্বে সরকার একটি নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সেঙ্গল স্থাপন করে। তদুপরি, ৩৪৫টি চুরি যাওয়া ভাস্কর্য এবং নিদর্শন বিশ্বজুড়ে ভারতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করা হয় 'শহীদ দ্বিপ' এবং 'স্বরাজ ডিপ'। দিল্লির রেস কোর্সের লিউট্যেন্স রোডের নামকরণ হয় লোক কল্যাণ মার্গ আর ডালহৌসি রোডের নাম পরিবর্তন করে দারা শিকোহ রোড করা হয়। সরকার নতুন শিক্ষা নীতিতে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে।

◆◆◆

মোদী সরকার বিগত ১০ বছর দিল্লির পরিকাঠামো উন্নয়নে ৬৮,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে

সহকার উদয় টিম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০১৪ সালে সরকার গঠনের পরে, দেশে নগর উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা চালু করা হয়। সরকার শহরগুলিতে বিশ্বমানের সুবিধাগুলি আনতে তাদের নগর উন্নয়ন নীতিতে একীভূত করেছে। শ্রী মোদীর নির্দেশনায় যোগাযোগ ও রাস্তা উন্নতি উন্নয়নের এজেন্ডার প্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে ওঠে। এই বিষয়গুলি নয়াদিল্লি পৌর কর্পোরেশন (এনডিএমসি) দ্বারা নির্মিত নতুন শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল ব্লক 'সুষমা ভবন' এর উদ্বোধনকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ তুলে ধরেন। প্রায় ৫০০ শ্রমজীবী মহিলাদের নিরাপদ আবাসন সরবরাহের প্রস্তাব সরকারের 'নগর উন্নয়ন' উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। বিল্ডিংয়ের নামটি এমন এক নেতাকে সম্মান জানায় যিনি দীর্ঘদিন ধরে ভারতে নারীর ক্ষমতায়ন, সচেতনতা এবং সক্রিয়তার জন্য অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে আছেন। সুষমা স্বরাজ নারী ক্ষমতায়নের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্ম দেন এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে এমন এক রাজনীতিবিদকে মূর্ত করেন যিনি জনগণের সমস্যাগুলি গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন।

শ্রী শাহ বলেন যে পূর্বে শহরগুলির আশেপাশের গ্রামগুলি কোনও সরকারি নীতিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। শ্রী মোদীর নেতৃত্বে তাদের নগর উন্নয়ন নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পরিবর্তন গত দশকে শহুরে পরিকাঠামোকে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। সরকার তার নগর উন্নয়ন ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্সকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং স্মার্ট সিটিস মিশনের অধীনে ১০০টি শহর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এই ফোকাস নগর বিকাশে সফলভাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নে কার্যকর হচ্ছে। শ্রী শাহ ভারত সরকারের বিভিন্ন যোজনা, যেমন অমরুত যোজনা, মেট্রো নেটওয়ার্ক এক হাজার কিমি সম্প্রসারণ, বৈদ্যুতিন যানবাহন উদ্যোগ এবং প্রধানমন্ত্রী-সোর্য ঘর যোজনা সহ পরিবেশ-বান্ধব সৌর শক্তি প্রচারের জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগের উল্লেখ করেন। নগর পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উপর বিশেষ জোর দিয়ে

- ভারত সরকার নগর উন্নয়ন নীতিতে ই-গভর্নেন্সে মনোনিবেশ করছে
- নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতি, সবুজ শক্তি, সৌর ছাদ প্রকল্পগুলির মতো উদ্যোগ বাস্তবায়িত

নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতি, সবুজ শক্তি এবং সৌর ছাদ প্রকল্পের মতো বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়।

গত দশ বছরে, ভারত সরকার দিল্লিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ৮,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এর মধ্যে রাস্তা প্রকল্পের জন্য ৪১,০০০ কোটি, রেলওয়ের জন্য ১৫,০০০ কোটি এবং বিমানবন্দরের আশেপাশে পরিষেবা বাড়ানোর জন্য ১২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। ফলস্বরূপ, ৮,০০০ কোটি টাকায় নির্মিত দিল্লি-মেরাঠ এক্সপ্রেসওয়ে এখন মাত্র ৪৫ মিনিটে দিল্লি থেকে মেরাঠে পৌঁছে দিচ্ছে।এ ছাড়া,দিল্লি থেকে মুম্বাই ২৪ ঘন্টার যাত্রা ১২ ঘন্টা হ্রাস করার জন্য একটি উচ্চ গতির করিডোর তৈরি করা হচ্ছে। অন্যান্য বড় প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ৭,৫০০ কোটি টাকায় তৈরি দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে, ১১,০০০ কোটি ব্যয়ে পূর্ব পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে, ৭,৭১৫ কোটিতে তৈরি আরবান এক্সটেনশন রোড, ৯২০ কোটি টাকার প্রগতি ময়দান ইন্টিগ্রেটেড ট্রানজিট করিডোর এবং ৩০,০০০ কোটি টাকায় নির্মিত দিল্লি-মেরঠ আরআরটিএস রেল করিডোর। ভারত মন্ডপমে একটি ৭,০০০ আসনের কনভেনশন সেন্টার এবং একটি ৩,০০০ আসনের অ্যাম্ফিথিয়েটার নির্মিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে ৫,৪০০ কোটি ব্যয়ে যশোভূমি কনভেনশন সেন্টার, ২৫০ কোটি টাকার দ্বারকা গল্ফ কোর্স এবং ৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দ্বারকা স্পোর্টস কমপ্লেক্স রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী-উদয় স্কিমের অধীনে, ১,৭৩১ টি কলোনী নিয়মিতকরণ এবং ৪০ লক্ষ বঞ্চিত মানুষকে মালিকানার অধিকার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়াও

◆◆◆

আন্তর্জাতিক সমস্যা শুধুমাত্র সমবায়ের মাধ্যমেই সমাধান করা যেতে পারেঃ গুয়ারকো

সহকার উদয় টিম

সমবায়ের মাধ্যমে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যেতে পারে। সমবায় মানবিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার মূল চাবিকাঠি হয়ে উঠবে যা সকলের জন্য সহজলভ্য হবে। বিশ্বের বৃহত্তম সমবায়গুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রচারে নিবেদিত।ইউনাইটেড নেশান্স ২০২৫ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বছর হিসাবে ঘোষণা করে যার সূচনা ভারতে হয়। আইসিএ গ্লোবাল কো-অপারেটিভ কনফারেন্সের সময় আন্তর্জাতিক সমবায় বছরের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। বিশ্বের প্রধান দেশগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণকারিদের সাথে আইসিএ'র সভাপতি এরিয়েল গুয়ারকো এই উদ্যোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

আইসিএ সভাপতি ভারতে বিশ্ব সমবায় সম্মেলন সফলভাবে আয়োজনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতের প্রথম সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের প্রশংসা করেন। গুয়ারকো উল্লেখ করেন যে, ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠিত সমবায় মন্ত্রক সরকারি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার দায়বদ্ধতা এবং প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। ২০১২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ঘোষণা করা হয় এবং ১৩ বছর পর বিশ্বব্যাপী সমবায় নীতির প্রচারের জন্য ২০২৫ সালকে আবার মনোনীত করা হয়েছে। গ্লোবাল কো-অপারেটিভ কনফারেন্সে, বিশ্বজুড়ে ১,৩০০ প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ উদযাপনে ইউনাইটেড নেশান্সের সুস্থায়ি উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)অর্জনে তাদের সমর্থন প্রকাশ করেন। গুয়ারকো জোর দিয়ে বলেন যে সমবায়গুলি মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করে আন্তর্জাতিক সমস্যা মোকাবেলায় সাহায্য করতে পারে। তিনি এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যেখানে পরবর্তী প্রজন্ম প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আজকের প্রজন্মের মতো একটি স্বাস্থ্যকর বাস্তুতন্ত্র উপভোগ করবে। তিনি জোর দিয়ে

বলেন, প্রতিটি প্রজন্মের প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার রয়েছে এবং সেগুলিকে এমনভাবে কাজে লাগানো উচিত নয় যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তা লুপ্তপ্রায় হয়। আইসিএ সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক সংহতকরণের প্রসারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'সমবায় একটি উন্নততর বিশ্ব গড়ে তুলবে' ট্যাগলাইনের আওতায়, সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে, সীমানাহীন আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে সারা বছর ধরে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক সমবায়গুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব

আন্তর্জাতিক সমবায় বছরের উদ্দেশ্যগুলির সাফল্য নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এরিয়েল গুয়ারকো বলেন, ইউনাইটেড নেশান্সের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং ইউনাইটেড নেশান্সের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের (ইউএনডিইএসএ) মতো আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্বে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্রগুলি প্রচারের দিকে মনোনিবেশ করা হবে। আইসিএ'র সঙ্গে যুক্ত যে সমবায়গুলি সক্রিয়ভাবে তাদের সদস্যপদ সম্প্রসারণের জন্য কাজ করছে, তাদেরও এই প্রচেষ্টায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ব্রাজিলের কপ ৩০ প্রধান আকর্ষণ হবে

আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষে ব্রাজিলের কপ ৩০ একটি প্রধান আকর্ষণ হবে। বিভিন্ন দেশে

- সমবায় বছর মানব মূল্যবোধ রক্ষা, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত সমাজ গঠনে উৎসর্গীকৃত

অসংখ্য অনুষ্ঠান সহ ব্রাজিলে কপ ৩০ এবং নিউইয়র্কে ইউনাইটেড নেশান্সের সদর দফতরে সামাজিক উন্নয়ন কমিশনের ৬৩ তম অধিবেশন ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত হবে। ব্রাজিলে কপ ৩০ বিশেষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা এবং এই এর মোকাবেলায় সমবায় সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবে। উপরন্তু, সমবায়গুলির মধ্যে যোগাযোগের বাড়ানোর মতো আন্তর্জাতিক সেমিনারও অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রসঙ্গে, ইউরোপীয় কমিশন আইএলও এবং খাদ্য সমবায়গুলির সহযোগিতায় দোহায় একটি অর্থনৈতিক সম্মেলন আয়োজন করবে। আন্তর্জাতিক সমবায় সম্মেলনগুলি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমবায় অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার কাজ করবে। এছাড়াও, এরিয়েল গুয়ারকোর দ্বিতীয় বই, 'কো-অপারেটিভ প্রিন্সিপলস ইন অ্যাকশন' এই বিষয়গুলি নিয়ে আরও অন্বেষণ করার জন্য প্রকাশিত হয়েছে।

◆◆◆

শাকসবজি সরবরাহ শৃঙ্খলে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হয়ে উঠছে এফপিও

সৌরভ পান্ডে ও শুভম মিশ্রা

কৃষক উৎপাদক সংগঠনগুলি (এফপিও) গ্রামাঞ্চলে সবজি সরবরাহ শৃঙ্খলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অতীতে, শাকসবজি মূলত সেই অঞ্চলগুলিতে চাষ করা হত যেখানে এগুলি বিস্তৃত গ্রাহকদের কাছে সহজেই পৌঁছে দেওয়া যেত। যাইহোক, উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধানে এখন এগিয়ে আসছে সমবায়, এফপিও এবং কৃষি-স্টার্টআপগুলি। এফপিওগুলি সবজি সরবরাহ শৃঙ্খলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠছে, যা বাজারের চাহিদা মেটাতে শাকসব্জির বড় পরিমাণে উৎপাদন, সঞ্চয় এবং বিপণনে সাহায্য করে। এই সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করা সাধারণ মানুষের খাদ্যাভাসের একটি প্রধান অংশ হিসাবে শাকসবজি সুনিশ্চিত করার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে, সবজি সরবরাহ অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হয় কিন্তু দৃঢ় প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। দামের ওঠানামা, যোগান-চাহিদার ভারসাম্যহীনতা, পণ্যের পচনশীল প্রকৃতি, অপর্যাপ্ত পরিবহন ও সঞ্চয় পরিকাঠামো, ফসল কাটার পর লোকসান এবং মধ্যস্থতাকারীদের একটি সুদীর্ঘ নেটওয়ার্কের মতো মূল সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হয় এবং তৃণমূল পর্যায়ে কৌশলগত সমাধানের মাধ্যমে তার সমাধান করা হয়। আইসিএমআর'এর একটি প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয় যে একজন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য দৈনিক ২,০০০ ক্যালোরি ভারসাম্যপূর্ণ ডায়েটের জন্য, খাবার প্লেটে ডিম এবং মাংসের পাশাপাশি প্রায় ২৫০ গ্রাম শস্য, ৪০০ গ্রাম শাকসবজি, ১০০ গ্রাম ফল ও ৮৫ গ্রাম ডাল থাকা উচিত। এর মধ্যে ৩৫ গ্রাম বাদাম ও বীজ এবং ২৭ গ্রাম চর্বি ও তেল অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই প্রতিবেদন শরীরের পুষ্টি যোগানে শাকসব্জির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

সমবায় ও এফপিও'র উপর নির্ভরতা

সমবায় এবং এফপিও কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড (ইফকো), কৃষক ভারতী কো-অপারেটিভ লিমিটেড (কৃভকো) এবং ডেয়ারি সমবায় আমুলের মতো সুপরিচিত ও বিশিষ্ট সমবায় সমিতিগুলি সমবায় বাস্তুতন্ত্রের প্রধান খেলোয়াড়। ভারতে সমবায়গুলি গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলে বিস্তৃত, শহরে সমবায় ব্যাঙ্ক, প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি (প্যাক্স) এবং মৎস্যপালন সমবায় সমিতিগুলি গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জীবনযাত্রার মান উন্নতির জন্য কাজ করে। উদ্যানপালনের মতো ক্ষেত্রে, বিশেষত ফসল কাটার পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলিতে দক্ষ কর্মীর যোগান দিয়ে সমবায় বেকারত্বের সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করতে পারে। কমিশন এজেন্টদের বাদ দেওয়ার পরিবর্তে, সমবায় সম্প্রদায়কে নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা করে এবং কৃষকদের বিকল্প বিক্রয় মাধ্যম তৈরি করে কৃষিকাজ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে। সমবায়গুলির অন্যতম প্রধান শক্তি হল তাদের আত্মবিশ্বাস যা কোনও সংস্থার সফল পরিচালনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্যানপালন ক্ষেত্রে, সমবায়গুলি কৃষকদের ঋণ, কাঁচা মাল এবং শক্তিশালী বিপণন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সামগ্রিক বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বে অবদান রাখে।

জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (এনসিডিসি) ভারতের একটি প্রধান সংস্থা, যা এনসিইউআই'এর অধীনে কাজ করে। এর মূল উদ্দেশ্য হল সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফসল কাটার পরবর্তী কার্যক্রমের প্রচার, উন্নয়ন ও অর্থায়ন করা। সমবায় ক্ষেত্রকে আরও সহায়তা ও শক্তিশালী করার জন্য, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সমবায় মন্ত্রক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর

ফলে সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে ন্যায্য পরিচালনা, প্রশাসন এবং বাস্তবায়নের একটি কাঠামো তৈরি হয়, যা দেশে সমবায় আন্দোলনকে উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করেছে।

'সহকার সে সমৃদ্ধি"র মূলমন্ত্রটি সমবায়ের প্রচারে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। সমবায় মন্ত্রক তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। প্যাক্সকে ব্যবসায়িক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা এবং বহুরাজ্য সমবায় সমিতিগুলির (এমএসসিএস) পরিধি বাড়ানো। এই প্রেক্ষিতে, এফপিওগুলি কৃষি ক্ষেত্র রূপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বড় বাজারে প্রবেশাধিকার দিয়ে তাদের রোজগার বাড়াচ্ছে এবং ক্ষুদ্র জমির কৃষকদের আয় বাড়াতে সাহায্য করছে। এফপিওগুলি কৃষি বাজারের সরবরাহ শৃঙ্খলের উন্নতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যাতে কৃষকদের বৃহত্তর আর লাভজনক বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা যায়। সমবায়গুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুধুমাত্র কৃষকের জীবনই উন্নত হচ্ছে না বরং কৃষকদের সংগঠন ক্ষমতায়িত হচ্ছে। এর ফলে ভারতের কৃষকরা এবং বৃহত্তর কৃষি ব্যবস্থা উভয়ই ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে।

সবজি সরবরাহ শৃঙ্খলের সম্ভাব্যতা

সবজি সরবরাহ শৃঙ্খলে উৎপাদন থেকে শুরু করে বিতরণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় যেমন প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চয়, পরিবহন এবং বিপণনের মতো কাজ রয়েছে। শাকসবজি খামার থেকে বাজারে হয়ে গ্রাহকদের কাছে এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে পৌঁছায়। এই পথে বেশ কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেখানে সরবরাহ শৃঙ্খলের অদক্ষতা ফসল নষ্ট করতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব শাকসব্জির উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২২ নাবকন্স সমীক্ষা অনুসারে, বিভিন্ন শাকসব্জির জন্য ফসল কাটা, প্যাকেজিং, পরিবহন, সঞ্চয় এবং বিপণনের সময় লোকসান ৪.৯% থেকে ১১.৬% পর্যন্ত ছিল। এই লোকসান যোগান কমিয়ে বিক্রি ও প্রাপ্যতা উভয়ের ওপরই চাপ সৃষ্টি করে। টমেটো, পেঁয়াজ এবং আলুর চাহিদা ভারতে সর্বাধিক, সবজির গ্রাহক মূল্য সূচকের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি। ফলস্বরূপ, এই প্রধান সবজির দামের যে কোনও আকস্মিক ওঠানামা সবজির মুদ্রাস্ফীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০২০-২৩ অর্থবছরে শাকসব্জির মুদ্রাস্ফীতির হার আগের চার অর্থবছরে শূন্য থেকে বেড়ে ৫.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এটি মূলত টমেটো, পেঁয়াজ এবং আলুর দামের তীব্র বৃদ্ধির জন্য হয়েছে, যা ৯.১% বেড়েছে। এই অত্যাবশ্যকীয় সবজির দামের অস্থিরতার প্রতিক্রিয়ায়, সরকার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে 'অপারেশন ফ্লাড'এর আদলে 'অপারেশন গ্রিনস' চালু করে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য কৃষি-লজিস্টিক উন্নত করা, প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা উন্নত করা এবং এফপিওগুলির পেশাদার ব্যবস্থাপনা করা।

সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভাব্য সমাধান

সবজি সরবরাহ শৃঙ্খলের সমস্যাগুলির একটি সম্ভাব্য সমাধান হল বড় উপভোক্তা গোষ্ঠীর কাছাকাছি ব্যাপক সঞ্চয় সুবিধা স্থাপন করা। এটি পরিবহণের খরচ কমাতে এবং পরিবহণের সময় ক্ষতি রোধ করতে সাহায্য করবে। স্থানীয় বাজারে টাটকা ও সাশ্রয়ী মূল্যের সবজি সরবরাহের মাধ্যমে গ্রাহকরা আরও সহজে পণ্য পাবেন। উপরন্তু, বৃহত্তর বাজার গোষ্ঠী তৈরি করে এই অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যেতে পারে যা দক্ষতা বাড়িয়ে উৎপাদন খরচ হ্রাস করবে। উৎপাদন ও উপভোগের মধ্যে আরও ভালো সমন্বয় হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে কৃষকদের মুনাফা বাড়বে এবং আরও সুস্থায়ি সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে উঠবে।

মুনাফা বাড়ার সাথে সাথে কৃষকরা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট এবং স্টোরেজ সুবিধা সহ অন্যান্য ইনপুটগুলিতে বিনিয়োগ করতে বৃহত্তর গোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতা করতে পারেন। এ ছাড়া, উৎপাদন ক্লাস্টার এবং কৃষক উৎপাদক সংগঠনগুলিকে (এফপিও) শক্তিশালী করার জন্য বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কৃষকদের উৎপাদনের মূল্য বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। এফপিও এবং সমবায় সমিতিগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করা যেতে পারে যার ফলে উন্নত বাজার এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার হতে পারে। সুতরাং, এফপিও এবং সমবায়গুলি মূল্য সংযোজন এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উপরন্তু, কৃষি স্টার্টআপগুলি সাপ্লাই চেনের সমস্যা মোকাবেলায় উদ্ভাবনী সমাধানে অবদান রাখতে পারে। সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অপচয় হ্রাস লাভকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। উন্নত পরিকাঠামো এবং আরও সংগঠিত সরবরাহ শৃঙ্খলের মাধ্যমে, শাকসব্জির গুণমান উন্নত হতে পারে, যা সারা বছর ধরে যোগান নিশ্চিত করা সম্ভব করে তোলে।

পিএইচডি গবেষক, আনন্দ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গুজরাট এবং ফিল্ড অফিসার ইফকো

◆◆◆

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সমবায়ের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

সহকার উদয় টিম

- আয়ুষ্মান সহকার প্রকল্পে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিকে একীভূত করার সুবিধা
- গ্রামাঞ্চলে আয়ুষের প্রচার করবে এনসিডিসি

স্বাস্থ্য খাতে সমবায়ের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততা মানুষের উপকারে আসছে। আয়ুষ্মান সহকার প্রকল্পে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তি চিকিৎসা পদ্ধতি সহজ এবং সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের এই উদ্যোগ সফল প্রমাণিত হচ্ছে। এই প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির সঙ্গে যুক্ত, যার লক্ষ্য গ্রামাঞ্চলে আয়ুশ পদ্ধতি-আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধ এবং হোমিওপ্যাথির প্রচার করা। আয়ুষ্মান সহকার প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ডিজিটাল উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে এনসিডিসি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বীমার সঙ্গে যুক্ত সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য করবে।

এই প্রকল্পটি চালু করার সাথে সরকারের লক্ষ্য গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা প্রচারের লক্ষ্যে কেবল পেশাদারদেরই নয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও অ-চিকিৎসা ক্ষেত্রে কর্মরত তরুণদেরও জড়িত করা। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০'র ১৫ই আগস্ট জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রকল্পের সূচনা করেন। চালু হওয়ার পর থেকে, স্বাস্থ্য খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসারিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মেডিকেল রিপোর্টের অনলাইন অ্যাক্সেস এবং স্বাস্থ্যসেবা বাড়ানোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ আই'এর সংহতকরণ।

স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নতির লক্ষ্যে ২০১৭ সালে আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন সরকার বাস্তবায়িত করেছিল। স্বাস্থ্য বীমা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা পরিষেবা, সময়োপযোগী চিকিৎসা পরিষেবা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়। মানবসম্পদ এবং রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতি প্রচারের জন্য সরকার ওয়েলনেস সেন্টারটি চালু করে। জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য শিক্ষক বা স্বাস্থ্য প্রশিক্ষকের ধারণাও চালু করা হয়। সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনুমোদনের মাধ্যমে আমাদের শতাব্দী প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করার চেষ্টা করা হয়েছে। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, প্যারামেডিক্যাল শিক্ষা, স্বাস্থ্য বীমা ইত্যাদি ধীরে ধীরে যোগ করা হয়েছে।

আয়ুষ মন্ত্রক প্রতিষ্ঠার পর স্নাতকোত্তর (পিজি) এবং ডিপ্লোমেট অফ ন্যাশনাল বোর্ড (ডিএনবি) কোর্স যেমন এমবিবিএস, বিডিএস, বি-এএমএস, বিপিটি এবং বিইউএমএস আয়ুষ ব্যবস্থার মধ্যে প্রচার করা হয়, যার মধ্যে আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধ এবং হোমিওপ্যাথি রয়েছে। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, সরকার এনসিডিসি'র সহায়তায় আয়ুষ্মান সহকার যোজনা চালু করেছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচার করা।

আয়ুষ্মান সহকার প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- হাসপাতাল/স্বাস্থ্যসেবা/শিক্ষা সুবিধার মাধ্যমে সাশ্রয়ী এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলিকে সহায়তা করা
- সমবায় সমিতিগুলি আয়ুষের প্রচারে সহায়তা করবে
- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির উদ্দেশ্য পূরণে সমবায়গুলিকে সহায়তা করা
- শিক্ষা, পরিষেবা, বীমা এবং এর সম্পর্কিত কাজকর্ম সহ ব্যাপক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সমবায়গুলিকে সহায়তা করা

আয়ুষ্মান সহকার প্রকল্পের যোগ্যতাদেশের যে কোনও সমবায় সমিতি যা রাজ্য বা বহু-রাজ্য সমবায় সমিতি আইনের অধীনে নিবন্ধিত, যার উপ-আইনে হাসপাতাল পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার বিধান রয়েছে, এই প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্য হবে। এনসিডিসি সহায়তা রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন বা সরাসরি সমবায় সমিতিগুলিকে প্রদান করা হবে যা এনসিডিসির সরাসরি তহবিলের মানদণ্ড পূরণ করে। অন্যান্য সরকারি প্রকল্প বা কর্মসূচির পাশাপাশি অন্যান্য তহবিল সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এনসিডিসি যোগ্য সমবায়গুলিকে ১% হারে সুদ সহ আট বছর পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

জৈব চাষে ফুটওঅ্যার ইঞ্জিনিয়ারের সাফল্যের গল্প

২০১৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত উডল্যান্ড, নয়ডায় ডিজাইনার হিসাবে কাজ করেছেন

সহকার উদয় টিম

দেশের যুবসমাজ কৃষকদের ক্রমাগত সাহায্য করে চলেছে এবং এগ্রিটেক স্টার্টআপে তাঁদের অংশগ্রহণ কৃষকদের উপকৃত করছে। উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের চিনহাটের বাসিন্দা অভিষেক গুপ্ত এমন একজন ব্যক্তি যিনি কৃষকদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছেন। উডল্যান্ড, নয়ডায় একজন ফুটওঅ্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে চাকুরিরত অভিষেক পাঁচ বছর আগে তাঁর কৃষি স্টার্টআপ, আনমোল অ্যাগ্রোটেক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠা করে কৃষি খাতে প্রবেশ করেন। জৈব চাষের গুরুত্ব স্বীকার করে অভিষেক কেবল নিজেই জৈব চাষ করেন না, অন্যান্য কৃষকদেরও এটি সম্পর্কে শিক্ষিত করেন। তিনি তাদের জৈব সার তৈরি করতে শেখান এবং তাঁর উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষি উপকরণের প্রচারে সাহায্য করেন। আনমোল অ্যাগ্রোটেক ইন্ডাস্ট্রিজ দেশজুড়ে বিস্তীর্ণ কৃষি পণ্য উৎপাদন করে।

অভিষেক বলেন যে, কৃষিকাজে সবসময়ই তাঁর উৎসাহ ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, চাকরির পরি-

বর্তে তাঁর সহকর্মী কৃষকদের সাথে থাকা এবং তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করা ভাল হবে। এই কথা মাথায় রেখে, তিনি ২০২২ সালে তাঁর চাকরি ছেড়ে দিয়ে লখনউতে ফিরে আসেন। তিনি কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে আনমোল অ্যাগ্রোটেক ইন্ডাস্ট্রিজ শুরু করেন। অভিষেক বলেন যে, কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগে তিনি নিজে প্রশিক্ষণ নেন। বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পথনির্দেশিকা ও প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তিনি কিছু কার্যকর জৈব কৃষি পণ্য উৎপাদন শুরু করেন। এই পণ্যগুলি জৈব সার উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা কৃষকদের দক্ষতা বাড়াতে, মাটির উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে এবং উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। জৈব সারের উপকারিতা স্বীকার করার পর, কৃষকরা ধীরে ধীরে সেগুলির ব্যবহার শুরু করেছেন। এছাড়াও, অভিষেক ফসলকে প্রাণীদের থেকে রক্ষা করার জন্য অ্যান্টি-অ্যানিমাল ওষুধ তৈরি করতে শুরু করেছেন। তিনি কৃষি উপকরণের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িত হয়ে কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করছেন। তাঁর কৃষি পণ্য উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান এবং বিহার সহ একাধিক রাজ্যে বিতরণ করা হয়। অভিষেক বিশ্বাস করেন যে সরকারের উচিত কৃষি ইনপুট স্টার্টআপগুলির জন্য লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াটিকে সুবিন্যস্ত করা যাতে আরও বেশি কৃষক এই সমাধানগুলি থেকে উপকৃত হতে পারেন।

ইউটিউব দেখার পর জৈব চাষের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে

অভিষেক জানান যে, ২০১৬ সালে তিনি নয়ডার উডল্যান্ডে ক্যাম/ক্যাড ডিজাইনার হিসাবে কাজ করছিলেন, যেখানে সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তাঁর ভূমিকার সঙ্গে জুতো ডিজাইনের কাজ জড়িত ছিল। এই কাজের জন্য তিনি এফডিডিআই থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তবে, রাজীব দীক্ষিতের ইউটিউব ভিডিও দেখার পর তিনি জৈব চাষের উপকারিতা সম্পর্কে জানতে পারেন। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, অভিষেক ২০২২ সালে

তাঁর চাকরি ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে জৈব চাষে নিজেকে উৎসর্গ করে লক্ষ্ণৌ চলে যান। এই লক্ষ্যে তিনি তাঁর ফার্মটিও নিবন্ধিত করেন। অভিষেক জোর দিয়ে বলেন যে যদি কৃষকদের সুবিধার জন্য জৈব চাষের প্রচার করা হয়, তবে তিনি তা গ্রহণ করতে এবং অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে আগ্রহী।

Help from National Mission on Natural Farming

অভিষেক উল্লেখ করেন যে, রাজ্য সরকারের সাহায্যে, জৈব চাষ সম্পর্কিত জাতীয় মিশন এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জৈব চাষ প্রচারের চেষ্টা ইতিবাচক ফলাফল দিচ্ছে। তবে, তৃণমূল পর্যায়ে সমস্যা হল কৃষকরা জৈব চাষ করলেও পণ্যের বিপণন তারা পারে না ।এর সমাধানের জন্য, তিনি কৃষকদের পণ্য সঠিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনলাইন বিপণন শুরু করে। ফলস্বরূপ, আনমোল অ্যাগ্রোটেক ইন্ডাস্ট্রিজের পণ্যের চাহিদা এখন বেশ কয়েকটি রাজ্যে ছড়িয়ে গেছে। নিরাপদ লেনদেন সুনিশ্চিত করতে, পণ্য চালানের জন্য একটি ক্যাশ অন ডেলিভারি (সিওডি) বিকল্প দেওয়া হয় যা কৃষকদের কাছে কোনও ভুল অর্থ পাঠানো আটকায়।

◆◆◆

ড. অবস্থি ‘ ফার্টিলাইজার ম্যান অফ ইন্ডিয়া ‘ সম্মানে ভূষিত

সহকার উদয় টিম

ইফকো, সার ক্ষেত্রে একটি বহু-রাজ্যিক সমবায় সমিতি,বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে-ছে।এর অন্যতম প্রধান সাফল্য হল ন্যানোপ্রযুক্তি-ভিত্তিক সার উৎপা-দন, যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করছে। সংস্থার সাফল্যের স্বীকৃতি-স্বরূপ, সহকার ভারতী সম্প্রতি এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. উদয় শঙ্কর অবস্থিকে 'ফারটিলাইজার ম্যান অফ ইন্ডিয়া' উপাধিতে ভূষিত করেছে। সম্প্রতি, ঐতিহ্যবাহী ইউরিয়া এবং ডিএপি থেকে ন্যানো সার উৎপাদনে স্থানান্তরের সাথে, দেশের সার শিল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে যা এখন আন্তর্জাতিক প্রশংসা অর্জন করেছে।

সহকার ভারতী ১৯৭৮ সালে প্রতি-ষ্ঠিত একটি জাতীয় সংস্থা যা সমবায় সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করতে এবং ভারত জুড়ে সমবায় আন্দোলন প্রচা-রের জন্য নিবেদিত। সার ও কৃষিতে তাঁর আজীবন অবদানের স্বীকৃতিস্ব-রূপ ডঃ অবস্থিকে এই খেতাব প্রদান করা হয়। ন্যানো সারের ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় এবং বি-শ্বব্যাপী কৃষি ও সার শিল্পে বিপ্লব ঘটানোর সম্ভাবনা রয়েছে। অমৃতস-রে অনুষ্ঠিত সহকার ভারতীর অষ্টম জাতীয় সম্মেলনে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবালে, সহকার ভারতীর জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ডঃ উদয় যোশী এবং পঞ্জাবের রাজ্যপাল তথা চণ্ডী-গড়ের প্রশাসক গুলাব চাঁদ কাটারিয়া অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন।

দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি ন্যানো ইউরিয়া, ন্যানো ডিএপি এবং এখন ন্যানো এনপিকে'র উৎপাদন কৃষিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত। এই সারগুলি কেবল দূষণ হ্রাস করবে না, মাটির স্বাস্থ্য এবং গুণমান উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

■ ইফকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. উদয় শঙ্কর অবস্থিকে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য সহকার ভারতী সম্মানিত করে

ড. অবস্থি দেশব্যাপী 'সেভ দা সয়েল' অভিযান শুরু করেন এবং মাটির পুষ্টিগুণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্ডেটের মাধ্যমে সবুজ জৈব সার ব্যবহারের বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেন। সার শিল্পে তাঁর ব্যতিক্রমী অবদানের স্বীকৃতিস্ব-রূপ তাঁকে একটি শংসাপত্র এবং তা-ম্রপত্র (একটি ব্রোঞ্জের ফলক) দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ড. অবস্থিকে সম্প্রতি ইফকোর উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং 'সহকার সে সমৃদ্ধি' দৃষ্টিভঙ্গি-কে বিশ্ব মঞ্চে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের ক্ষমতায়নে তাঁর অমূল্য ভূমিকার জন্য রোচডেল পা-ইওনিয়ার্স অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছে।

এই উপলক্ষে ড. অবস্থি খুশি প্রকাশ করে বলেন, তিনি আনন্দিত যে সমবায় জগৎ কৃষক ও সমবায় সমিতির উন্নয়নের জন্য তাঁর প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মান ও উপাধিতে ভূষিত করার জন্য তিনি সহকার ভারতীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়া "উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ভারতকে অবশ্যই সার উৎপাদনে প্রকৃত আত্মনির্ভর হতে হবে। আমদানিকৃত সারের কাঁচামালের উপর নির্ভরতা কমিয়ে এবং উদ্ভাবনী ন্যানোপ্রযুক্তি-ভিত্তিক সার গ্রহণ করে এটি করা যেতে পারে। এই ধরনের পদক্ষেপগুলি বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে এবং রক ফসফেট, পটাশ এবং প্রা-কৃতিক গ্যাসের ব্যবহার হ্রাস করতে সাহায্য করবে।

◆◆◆

অথিতি কলাম।

ড. অলোক কুমার শর্মা

জিইএম পোর্টাল সমবায়গুলির জন্য ডিজিটাল বিপ্লবকে সহজতর করেছে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের উদ্যোগ অনুসরণ করে, সমবায় ক্ষেত্র এখন সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস (জিইএম) থেকে উপকৃত হচ্ছে। এই যুগান্তকারী উদ্যোগটি সমবায় সমিতিগুলির নিবন্ধকরণ প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করে তাদের কার্যক্রমকে জোরদার করে।

এই প্রচেষ্টায় এনসিইউআই এবং সমবায় সমিতির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য রেজিস্ট্রারদের মতো মূল অংশীদারদের নিয়ে কৌশলী ও সংযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হল সমবায় সমিতিগুলির আর্থিক উন্নয়ন করে তাদের নিবন্ধকরণ এবং অনবোর্ডিং প্রক্রিয়াটি সুবিন্যস্ত করা।

জিইএম পোর্টাল সমবায়কে ক্ষমতায়িত করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতিকে উৎসাহিত করে। এই উদ্যোগ জিইএম আধিকারিক, ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ কনজ্যুমারস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এনসিসিএফ) এবং সমবায় সমিতির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নিবন্ধকদের কৌশলগত সহযোগিতার ফল। ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরের মূল অংশীদার হিসাবে, জিইএম প্ল্যাটফর্ম সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার অনলাইন লেনদেন সক্ষম করে বিভাগীয় আহরণ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটাচ্ছে। ই-গভর্নেন্স সরকারি আহরণ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং মিতব্যয়িতা উন্নত করার প্রচেষ্টার একটি মৌলিক দিক হয়ে উঠেছে, যা আধুনিকীকরণ ও সংস্কারের প্রতি সরকারের নিষ্ঠা প্রদর্শন করে।

জিইএম পোর্টাল একটি সমন্বিত বাজার হিসাবে কাজ করে সরকারী সংস্থা, সরকারি বিভাগ এবং সংস্থাগুলিকে দক্ষতার সাথে বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা সংগ্রহ করতে সমর্থন করে। লেনদেন সহজতর করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে, জিইএম দায়িত্ব বাড়ায় এবং সাধারণ পরম্পরাগত ক্রয় পদ্ধতির অকার্যকরতা কমায়।

জিইএম'এর একটি প্রধান শক্তি হল বিভাগীয় আহরণ বাস্তুতন্ত্রের কাজকর্মকে সুবিন্যস্ত করা। ক্রয় প্রক্রিয়াকে ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমে, পোর্টালটি পরম্পরাগত, কাগজ-ভিত্তিক ও আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির বাধা এবং অদক্ষতা দূর করে। ই-বিডিং, বিপরীত নিলাম এবং অনলাইন অর্থপ্রদান ব্যবস্থার মতো বৈশিষ্ট্যগুলি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে, অনাবশ্যক কাগুজে বাধা হ্রাস করে এবং ক্রয়ের সময়সীমা কমায়। এই পদ্ধতি সরকারি সংস্থাগুলির সময় ও সম্পদ সাশ্রয় করার সাথে সাথে ক্রয়ের সামগ্রিক কার্যকারিতাও বাড়ায়। উপরন্তু, জিইএম পোর্টাল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সমিতি সহ সমস্ত বিক্রেতাদের জন্য একটি সমান সুযোগ তৈরি করে। জিইএম পোর্টাল স্বচ্ছতা এবং লভ্যতা বাড়িয়ে বিক্রেতাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি প্রদর্শন করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং স্টার্টআপগুলিকে সরকারী ক্রয়ে অংশ নেওয়ার নতুন সুযোগ তৈরি করে দেয়। সমবায়, যা প্রায়শই তৃণমূল উৎপাদনকারী এবং কারিগরদের প্রতিনিধিত্ব করে, এই সর্বব্যাপী মডেল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়।

সমবায়গুলিকে সরকারি বিভাগীয় আহরণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে, জিইএম তাদের বিস্তৃত বাজারে প্রবেশ করতে এবং তাদের ব্যবসায়ের সুযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। উপরন্তু, পোর্টালটি বড় পরিমাণ ও পাইকারি দামে ক্রয় করে সরকারী ক্রয়ে ব্যয়-কার্যকারিতা বাড়ায়। একত্র ক্রয় এবং মোট পরিমাণের ওপর ছাড়ের মতো বৈশিষ্ট্যগুলি সরকারী সংস্থাগুলিকে পণ্য ও পরিষেবা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ক্রয় করে যথেষ্ট ব্যয় সাশ্রয় করায়। এই সঞ্চিত রাশি অন্যান্য খাতে পুনরায় বিনিয়োগ করা যেতে পারে বা করদাতাদের তহবিলের প্রভাবকে সর্বাধিক করে জনসেবার উন্নতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

জিইএম ডিজিটাল লেনদেন এবং ই-কমার্সকে উৎসাহিত করে ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য ভারতের বিস্তৃত লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করে। এই প্ল্যাটফর্মটি ডিজিটাল এবং আর্থিক ব্যপ্তিকে প্রসার করে, বিশেষত যখন ছোট বিক্রেতা এবং সরবরাহকারীদের মধ্যে অনলাইন লেনদেন হয়। এই ডিজিটাল পরিবর্তন শুধুমাত্র সরকারি ক্রয়ের দক্ষতা ও স্বচ্ছতাকে উন্নত করে না, বরং আরও স্থিতিস্থাপক, প্রযুক্তি-চালিত অর্থনীতির পথও প্রশস্ত করে। মন্ত্রকের উদ্দেশ্য নিবন্ধকরণ প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য মূল অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা বাড়ানো।

এই উদ্যোগ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা একটি সর্বব্যাপী ও স্বচ্ছ ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে যা সমবায়কে সমৃদ্ধ এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

অনুষদ সদস্য, আইসিএম দেরাদুন

◆◆◆

ইফকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. ইউ এস অবস্থি জর্ডনের আম্মানে জিফকোর ডিরেক্টর পর্ষদের বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে জিফকোর কার্যক্রম ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। জিফকোর চেয়ারম্যান ড. মহম্মদ খলাইবাট সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত 'সুস্থায়ি সার ও কৃষি' শীর্ষক বার্ষিক সেমিনারে ইফকো বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছে। ড. মঙ্গলা রাই এবং ড. অশোক গুলাটিকে সম্মানীয় ইউ এস অবস্থি ইফকো লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয়েছে। ড. রাই কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের প্রতি তাঁর আজীবন প্রতিশ্রুতির জন্য এবং ড. গুলাটি সার শিল্পে তাঁর ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য সম্মানিত হন।

ইফকো কাশ্মীরের বারামুল্লার কৃষকদের মধ্যে একটি ন্যানো ইউরিয়া এবং ডিএপি সচেতনতা প্রচারের আয়োজন করে। অংশগ্রহণকারী কৃষকরা নতুন যুগের সার সাগরিকা, এনপিকে, কানরোস্টিকা এবং বায়ো-ডিকম্পোজারের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেন। অনুষ্ঠানে ইফকোর বহু উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

IFFCO organized a crop seminar at Mokama in Patna district, in which IFFCO officials made 500 farmers aware about the use of IFFCO Nano Urea, Nano DAP and other products and solved agricultural problems.

কেন্দ্রীয় খাত প্রকল্পের আওতায় ইফকো ন্যানো ইউরিয়া প্লাস, ইফকো ন্যানো ডিএপি এবং অন্যান্য পণ্য সহ ১০,০০০ কৃষক উৎপাদক সংস্থাকে (এফপিও) প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহের জন্য ইফকো সিএসসি এসপিভির সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করেছে। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইফকোর মার্কেটিং ডিরেক্টর যোগেন্দ্র কুমার উপস্থিত ছিলেন।

তীব্র শৈত্যপ্রভাব থেকে বাঁচতে ইফকো অভাবীদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেছে। ইফকোর সদর দফতরের একটি দল তাদের সমাজকল্যাণ কর্মসূচির অংশ হিসাবে নয়ডায় শিশুদের বিনামূল্যে কম্বল সরবরাহ করে। এই উদ্যোগ ইফকোর বার্ষিক প্রচারণার অংশ যেখানে বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

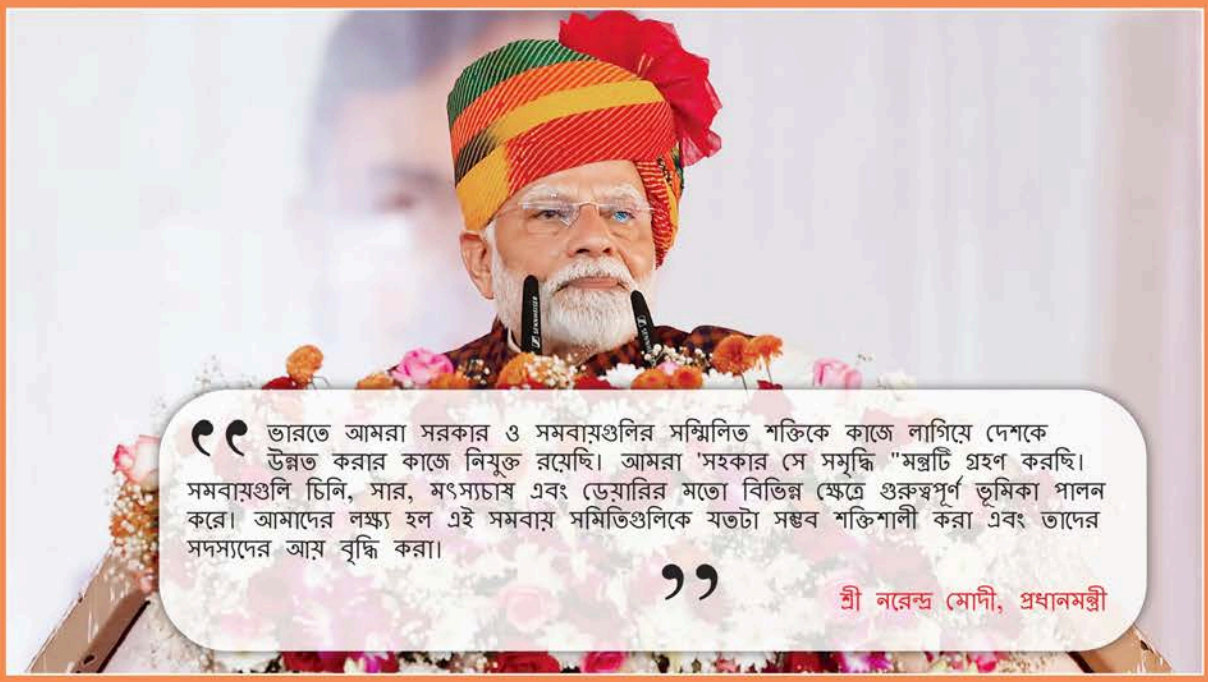

Postal Registration No.: DL(S)-17/3559/2023-25
Published on 13-07-2024 Applied for RNI Registration/Exempted for Three Months vide ADG Posts Letter No.22-1/2023-PO, dt.14-05-2024